যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২০ জুলাই ২০১৭
target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে তৈরি করতে হবে

চাকরি পাওয়ার জন্য পড়াশোনাটা খুবই জরুরি। কিন্তু পড়াশোনার সঙ্গে সঠিক গ্রুমিং হওয়াটাও আবশ্যক। পুঁথিগত বিদ্যার তো প্রয়োজন আছেই, সেইসঙ্গে অন্যদের দেখেও শিখতে হবে, প্রয়োজনে অনুসরণ করতে হবে। একই কিংবা বেশি যোগ্যতার মানুষের মধ্যে পেশাগতভাবে নিজের জন্য জায়গা করে নিতে অসম্ভব মনের জোরের প্রয়োজন হয়।

অন্যদিকে শিক্ষার প্রসার ঘটলেও গ্রামের দিকে বা মফস্সলে সেভাবে কাজের সুযোগ তৈরি হয় না। তাই প্রতিদিন অজস্র ছেলেমেয়ে কাজের খোঁজে পা রাখে শহরে। বড় বড় মলগুলোতে দেখা যায় যারা সিকিউরিটি বা হাউসকিপিংয়ের কাজ করে তারা কিন্তু শহরে এসেই শহরে থেকে অন্যদের দেখে ও তাদের সঙ্গে মিশে তাদের কথা, আদব-কায়দা, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সব পালটে ফেলে। প্রয়োজন ও পরিবেশের সঙ্গে তারা খাপ খাইয়ে নেয়।

পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে তৈরি করে নেওয়াই চাকরিতে টিকে থাকার আসলসূত্র। এই টিকে থাকার লড়াইটা শুরু হয় প্রথম ইন্টারভিউ দেওয়ার দিন থেকেই। তাই ইন্টারভিউ দেওয়ার আগেই নিজেকে গড়েপিঠে প্রস্তুত করে নিতে হবে। ইন্টারভিউয়ের আগে প্রস্তুতি যত ভালো হবে ভয়ও তেমন কম হবে। তাই ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে যে-সংস্থায় ইন্টারভিউ তার সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজ নিতে হবে। প্রয়োজনে ইন্টারনেটের সাহায্য নিতে হবে। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি এই সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

যে কোনও ইন্টারভিউয়ে যাঁরা ইন্টারভিউ নেন তাঁদের হাতে সময় খুব কম থাকে। বড়জোরপাঁচ- সাতটা প্রশ্ন করতে পারেন। এইপাঁচ-সাতটা, প্রশ্নেই তাঁদের বুঝতে হয় প্রার্থীর গভীরতা কত। কোনও প্রশ্ন বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলে কোনও দোষ নেই। না বুঝে উত্তর দেওয়ার থেকে কথা বলে ঠিকটা জেনে নেওয়া ভালো। কী পড়েছেন, কোথায় পড়েছেন সেটা বড় কথা নয়, আপনার উত্তর দেওয়ার ধরন,আত্মবিশ্বাসের পরিমাণ, আর বুদ্ধিমত্তাই যাচাই করা হয় ইন্টারভিউয়ে। ইন্টারভিউয়ে নিজের গুণের কথা অবশ্যই বলুন, তবে কোনও ঔদ্ধত্য দেখাতে যাবেন না। ঔদ্ধত্য কেউ পছন্দ করেন না। ভদ্রব্যবহার আর সপ্রতিভ আচরণই সাফল্য এনে দিতে পারবে।

মফস্সল থেকে আসা ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাষার সমস্যাটা বেশি দেখা যায়। যেমন, গ্রামে বা মফস্সলে ইংরেজি পড়ার ক্ষেত্রে গ্রামারে বেশি জোর দেওয়া হয়। কোনও বিদেশি ভাষাকে পুরোপুরি জানার জন্য এটাই সঠিক পদ্ধতি সেটা মনে রাখতে হবে। সে যখন শহরে কোনও ক্লায়েন্ট বা গ্রাহকের সঙ্গে কথা বলছে তখন সেই ক্লায়েন্ট বা গ্রাহক তার ব্যাকরণগত ভুল ধরার জন্য বসে নেই। বরং চলতি কথায় সহজ ইংরেজিতে সেই বিষয়টা বোঝাতে পারছে কিনা সেটাই বড় কথা। কোনও কথা বলে ফেলে তাতে কোনও ব্যাকরণগত ভুল হয়ে গেল কি তা ভেবে সময় নষ্ট করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। বরং সচেতনভাবে ভুল হয়েছে বুঝে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দ্রুত সেটি মেকআপ করতে হবে। কথ্য ইংরেজিটা অভ্যেস হয়ে গেলে সেই আত্মবিশ্বাসটাও তৈরি হয়ে যাবে। ভয়কে কখনও মনের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। ভয় চেপে বসলেই কথা বলতে গিয়ে হোঁচট খেতে হবে।

কাজে মনোযোগ বাড়াতে মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন

শরীরের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত জিনিস হল মন। যা কখনও খারাপ কখনও ভালো। বেশিরভাগ সময় মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আমাদের থাকে না। সেখান থেকেই শুরু হয় নানা সমস্যা। পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন কারণে অনেক সময় কাজে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া যায় না। আর মন যদি বিক্ষিপ্ত থাকে, তা হলে তো কথাই নেই। সেক্ষেত্রে কোনও কাজই ঠিকমতো হয় না। আমাদের মনটা এমন যে, পারিপার্শ্বিক বিশৃঙ্খলায় কাজ করতে পারে না। মন তখন এলোমেলো হয়ে যায়, কাজের সঙ্গে মনের যোগ থাকে না। গবেষণায় দেখা গেছে, অফিসে প্রতি ৩ মিনিট পর পর একবার অযাচিতভাবে কর্মীদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটে। আর একবার মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটার পর আবার মূল কাজে মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে অন্তত ২৩ মিনিট সময় লাগে। নষ্ট হয় মূল্যবান কর্মঘণ্টা।

আপনার আশপাশের লোকদের আপনার কাজ সম্পর্কে সচেতন করুন। জানিয়ে রাখুন, কাজের সময় খেজুরে আলাপের জন্য সময় আপনার নেই। কারণ কাজের সময় ফোনের রিং বেজে ওঠা মানে মনোযোগের ব্যাঘাত। চেষ্টা করুন ফোন সাইলেন্ট মোডে রাখতে। তবে জরুরি ফোনের জন্য অ্যালার্ট মোড অন করে রাখুন। কাজের ফোনও আসতে পারে।

যে কোনও কাজের সময় ডেডলাইন একটু বাড়িয়ে নিন। এতে ঝুঁকি অনেকটা কমে যায় এবং কাজ না জমিয়ে সব সময় আগে থেকে করে রাখার চেষ্টা করুন। আপনার ডেডলাইনের ১ ঘণ্টা আগে কাজ করতে বসলে মনোযোগ আসা তো দূরের কথা, এতটাই তাড়াহুড়ো হবে যে ছড়িয়ে ফেলবেন সবটা।

কাজ করার জন্য সব সময় উপযুক্ত পরিবেশ দরকার। তাই কোথায় কাজ করবেন সেটা আগে নির্দিষ্ট করুন। রোজ রোজ নিজের অবস্থান বদলালে মনোযোগের অসুবিধা হয়, যেখানে বসে কাজ করতে ভালো লাগবে সেখানেই রোজ বসুন। এতে কাজে উদ্যম আসবে। আপনিও নিজের মতো কাজ করতে পারবেন।

এলোমেলো আওয়াজে মস্তিষ্কের বিশেষ অংশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। জটিল কাজে মনোযোগ ধরে রাখতে তাই চুপচাপ স্থান বেছে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নিয়মিত বা অনিয়মিত শব্দ নিমেষেই কাজ থেকে মনোযোগ কেড়ে নিতে পারে। তাই কাজের সময় সেদিকেই নজর দিন।

মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে হলে অবশ্যই আপনাকে কর্মপরিবেশ উন্নত, ছিমছাম ও গোছানো রাখতে হবে। অপরিষ্কার জায়গায় আর যাই হোক, মনোযোগ আসতে পারে না। কাজের পরিবেশ যদি আরামদায়ক ও আকর্ষণীয় হয়, তবে তা নিবিড় মনোযোগের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর। নিজের কাজের জায়গা যতটা সম্ভব পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করুন। নিট অ্যান্ড ক্লিন জায়গায় তরতরিয়ে কাজ এগোবে।

এরপর শেষ পাতায়

চার থেকে সাত পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- গঙ্গাসাগর-বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে একাধিক পদে নিয়োগ
- শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে বিভিন্ন পদে ২৩ নিয়োগ
- ইস্টার্ন কমান্ডে বিভিন্ন পদে ২৬ নিয়োগ
- ফুড কর্পোরেশনের তামিলনাড়ু ডিপোয় ৫৫ জন নিয়োগ
- প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে ১৯ ক্লার্ক
- প্রতিরক্ষা সংস্থায় ১০০
- ২৮১ ওয়াচম্যান
- গ্রামীণ ব্যাংকে ১৪১৯২ জন নিয়োগ
- সেনাবাহিনীতে কয়েকশো নিয়োগ
- এটিডিসি'তে বস্ত্রশিল্পের কর্মমুখী ট্রেনিং
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বৃত্তি
- ইগনুর ব্যাচেলার ও মাস্টার ডিগ্রি, ডিপ্লোমা
- নটিক্যাল সায়েন্সে বিএসসি
- জৈব বাগিচা তৈরির প্রশিক্ষণ

তিনের পাতায়

পেশা যখন
ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২০ জুলাই ২০১৭

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

উচ্চমাধ্যমিকের পরেই শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি

কিছুদিন আগেই উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ হল। এবার ভবিষ্যৎ কেরিয়ার এবং সুনাগরিক হয়ে ওঠার জন্য তৈরি হবার আসল সময়। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পরেই হয়ে যায় স্কুলজীবনে ইতি। তারপরেই কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কেউ শিক্ষক কেউ-বা গবেষক হওয়ার পথে এগোবেন। শুধু কী তাই? আরও কত কিছুই হওয়ার শখ থাকে পড়ুয়াদের মনে। উচ্চশিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি উচ্চমাধ্যমিকের পর থেকেই অনেকে সরকারি চাকরির প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। তবে আগের তুলনায় এখন প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। তাই নিয়ম মেনেই চাকরির প্রস্তুতি নিতে হবে। সঠিক প্রস্তুতি নিলে তবেই আপনি অন্যদের পিছনে ফেলে একটি সরকারি চাকরির দোরগোড়ায় পৌঁছতে পারবেন। আর যদি কোনও বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতেও যেতে চান সেক্ষেত্রেও আপনাকে নিজেকে ঘষেমেজে উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

নিজেকে প্রস্তুত করতে গেলে একাধিক বিষয়ে সঠিক তথ্য রাখতে হবে। এখন আঙুলের একটি ক্লিকেই আপনি যে কোনও বিষয়ের তথ্য পেয়ে যেতে পারেন অনলাইনে। তবে আপনার তথ্য সংগ্রহের উৎস যেন ভুল না হয়, খেয়াল রাখুন সেদিকে। সবসময় নিজেকে আপডেট রাখার চেষ্টা করতে হবে। একাধিক জায়গায় চাকরির জন্য আবেদন করুন। ঠিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর ছাত্রছাত্রীরা যেমন উচ্চশিক্ষিত হওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন কলেজে ফর্ম ফিলআপ করে থাকেন। এখানেও ঠিক তেমনভাবেই এগোতে হবে। অর্থাৎ যখন যেখানে চাকরির আবেদনপত্র চাওয়া হচ্ছে তখনই সেখানে আবেদন করতে হবে। এক জায়গায় একই ধরনের চাকরির জন্য অপেক্ষা করলে হবে না। মাথায় রাখুন, যত বেশি জায়গায় আবেদন করবেন আপনার কাছে চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসবে তত বেশি।

বেতন কম দেখে বা কাজের ধরন পছন্দ না হলে অনেকেই চাকরির পরীক্ষার আবেদন করেন না। কিন্তু আপনি কখনওই এমন করবেন না। কারণ, কেরিয়ারের শুরুর দিকে এইসব লক্ষ করা ঠিক নয়। প্রথমে আপনি যে কোনও একটি চাকরি পেয়ে গেলে তারপর পছন্দমতো অন্য চাকরির জন্য ফের চেষ্টা করতে পারবেন। তাই কোনও কাজই ছোট নয়। এটা মাথায় রাখুন।

একই ধরনের চাকরির পরীক্ষার জন্য আবেদন করুন বেশি জায়গায়। অর্থাৎ কেউ হয়তো ব্যাংকের ক্লারিক্যাল পদে চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এবার এধরনের যত ক্লারিক্যাল পরীক্ষার বিজ্ঞাপন দেখতে পাবেন, সব জায়গায় আবেদন করুন। কারণ, আপনাকে আর আলাদা করে কোনও প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে যে কোনও জায়গায় ওই ধরনের কাজ পাওয়ার সুযোগ থাকবে বেশি। কখনও এমন হয় যে, চাকরির জায়গা দূরে। আর অনেকেরই মনের ইচ্ছা থাকে যে নিজের জায়গা ছেড়ে দূরে বা ভিন রাজ্যে চাকরি করতে যাবেন না। এমন ভাবনা রাখলে কিন্তু চলবে না। একবার ভাবুন তো আমাদের সীমান্তরক্ষীরা ঘরবাড়ি ছেড়ে কত দূরে পড়ে থাকেন চাকরি করার তাগিদে, নিজের দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার তাগিদে। এছাড়া সব জায়গায় বিভিন্ন ধরনের সরকারি চাকরির জন্য আবেদন করলে আপনারই সুযোগ বাড়বে। একাধিক জায়গায় চেষ্টা করলে দেখবেন ঠিক এক জায়গায় আপনি চাকরি পেয়ে গেছেন।

নিজেকে প্রস্তুত করতে গেলে একাধিক বিষয়ে সঠিক তথ্য রাখতে হবে। তবে আপনার তথ্য সংগ্রহের উৎস যেন ভুল না হয়, খেয়াল রাখুন সেদিকে।

প্রতিযোগিতা ভেবে নয়। আপনি যদি কোনও সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন তাহলে সেটিকে সাধারণ পরীক্ষা মনে করুন। কারণ, প্রতিযোগিতার কথাটি মাথায় এলেই তৈরি হবে অস্বস্তি। আপনি আত্মবিশ্বাসও হারাতে পারেন। সরকারি চাকরি পেতে হলে GK ও GI-তে ফোকাস করতে হবে বেশি করে। এই দুটি সেকশনে যে যত ভালো হবে, তার পক্ষে সরকারি চাকরি পাওয়া তত সুবিধাজনক হবে।

যদি নিজে বুঝতে না পারেন কীভাবে প্রস্তুতি শুরু করবেন সেক্ষেত্রে গাইড নেওয়ার জন্য আপনি কোনও কম্বাইন্ড কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়ার কথা ভাবতে পারেন। একটু খোঁজ নিয়ে ভালো জায়গায় ভর্তি হলে আপনি সঠিক গাইডেন্সটাও পাবেন। এছাড়াও সেখানে গ্রুপ ডিসকাশন, মক টেস্ট প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেকে ইমপ্রুভ করার সুযোগও পাবেন। কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, কোচিং সেন্টার আপনাকে গাইড করতে পারবে শুধুমাত্র, আপনার জীবনযুদ্ধের অস্ত্রকে শান দিতে সাহায্য করবে কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রচেষ্টা আপনাকেই করতে হবে। সব কিছু জয় করে আপনাকেই সফল হতে হবে।

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

ব্যবসা করেও সফল কেরিয়ার তৈরি করা যায়

জীবনের পরীক্ষায় সকলেই সফল হতে চায়। কেউ জীবনে চাকরি করে নিজের জীবন প্রতিষ্ঠিত করে, কেউ আবার নিজেকে সফল ব্যবসায়ী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কোনও কাজই ছোট নয়। কষ্ট, পরিশ্রমের সঙ্গে জীবনে যে কাজ আপনি ভালোবেসে করবেন তাতেই আপনি সফলতা লাভ করবেন। আপনি ঢেঁকি ছাটা চালের ব্যবসা করেও জীবনে স্বনির্ভর হতে পারেন। কারণ স্বাস্থ্যসচেতনতার যুগে এই ধরনের চালের ব্যবসা লাভজনক হতে পারে।

কেন আপনি এই ব্যবসা করবেন: বাজারে প্রয়োজনের তুলনায় জোগান কম। তাই বাজারে এর কদর আছে। অনেক আগে গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে এই ঢেঁকি ছাটা চাল ভাঙা হতো। কাজটি খুব একটা সহজ ছিল না। তবে এই যুগে সেই অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এখন ঢেঁকিছাটা যন্ত্রটি ইলেকট্রিক মেশিনের সাহায্যে চলে। বাড়িতে যে-ইলেকট্রিক মিটার বসানো আছে তাতেই চলবে।

ব্যবসার পদ্ধতি: ঢেঁকিযন্ত্রটি কিনতে ২৪ হাজার টাকা লাগবে। টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ হিসাবেও আপনি পেতে পারেন। এছাড়া ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লাগবে। যেমন দাঁড়িপাল্লা, ড্রাম, চেয়ার, টেবিল, ক্যাশবাক্স, ক্যালকুলেটর, চটের বস্তা, পলিথিন বস্তা, ব্যাগ ইত্যাদি। সেইসঙ্গে ব্যবসার জন্য মিউনিসিপ্যালিটিতে ট্রেড লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে হবে।

ব্যবসা করতে কী কী উপকরণ লাগবে: ব্যবসার জন্য দরকার ধান, স্বয়ংক্রিয় ঢেঁকি, ধান ভাঙার জন্য একটি হলঘর। এছাড়াও লাগবে চটের ব্যাগ, বস্তা, সুতলি, ক্যারিব্যাগ, চৌবাচ্চা বা ডাবা, ওজনদাঁড়ি বা ক্যাশবক্স, ডাবুহাতা, চেয়ারটেবিল, জল, কড়াই, জ্বালানি ইত্যাদি।

আয়-ব্যয় ও লাভের হিসাব: ১ কিলোগ্রাম ধান থেকে ৭৫০ গ্রাম চাল পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় ২৫০ গ্রাম তুষ বা কুড়া। সুতরাং ৬০ কিলোগ্রাম ধান থেকে পাওয়া যাবে ৬০x৭৫০ = ৪৫ কিলোগ্রাম চাল এবং ৬০x২৫০ = ১৫ কিলোগ্রাম তুষ। এখন ১ কিলোগ্রাম ধানের পাইকারি দাম ১৪ টাকা হলে ৬০ কিলোগ্রাম ধানের দাম ১৪x৬০ = ৮৪০ টাকায়। অন্যদিকে ১ কিলোগ্রাম চালের দাম ৩০ টাকা। সেই হিসেবে ৪৫ কিলোগ্রাম চালের দাম ৪৫x৩০ = ১৩৫০ টাকা। সুতরাং প্রতিদিনের লাভ = ১৩৫০ টাকা-৮৪০ টাকা = ৫১০ টাকা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: ঢেঁকিছাটা চাল স্বাস্থ্যকর কেন না, ঢেঁকিছাটা চালে ভিটামিন ও অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরপুর আস্তরণটি নষ্ট হয় না। এর ফলে মানুষ যেমন স্বাস্থ্যকর চাল খেতে পারবে পাশাপাশি ঢেঁকিছাটা চাল জনপ্রিয়তা পেলে গ্রামবাংলা থেকে হারিয়ে যাওয়া আউশ, কৈলাশ, ডহরনাগরা, শুয়াকলম প্রভতি ধানের চাষ আবারও বৃদ্ধি পাবে।

কেরিয়ার গ্রুমিং

কম পুঁজিতে কয়েকটি ব্যবসা

ব্যবসা করতে হলে সবসময় বাজারে টিকে থাকার জন্য নতুন কিছু ভাবনা বা বৈচিত্র আনতেই হয়। কমপুঁজিতে ব্যবসা করতে গেলে সবসময় মাথায় রাখতে হবে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার কথা। এরকমই কয়েকটি ব্যবসা কথা নীচে উল্লেখ করা হল। যেখানে পুঁজিও কম লাগবে আবার দৈনন্দিন জীবনে মানুষের প্রয়োজনও রয়েছে।

লিক্যুইড ডিটারজেন্ট তৈরির ব্যবসা

এই ব্যবসা শুরু করতে গেলে প্রথমেই মাথায় রাখতে হবে লিক্যুইড সোপ এবং লিক্যুইড ডিটারজেন্ট কিন্তু এক জিনিস নয়। মোটামুটি ৫০০০০ টাকার পুঁজি নিয়ে কোনও যন্ত্রপাতি ছাড়াই এই ব্যবসা করা যায়। শুধু একটি ঘর লাগবে।

কী কী লাগবে: লিক্যুইড ডিটারজেন্ট তৈরিতে লাগবে ১) অ্যাসিড স্লারি, ২) কস্টিক সোডা,৩) ইউরিয়া, ৪) ফোম বুস্টার, ৫) সুগন্ধি, ৬) প্লাস্টিকের কৌটো বা ক্যান, ৭) pH কাগজ, ৮) জল।

লিক্যুইড ডিটারজেন্ট তৈরির এইসব উপাদান পাওয়া যায় কলকাতার বনফিল্ডলেন ও আর্মেনিয়ান স্ট্রিটের বিভিন্ন দোকানে। pH কাগজ পাবেন যে কোনও বড় ল্যাবরেটরি সরঞ্জাম বিক্রির দোকানে।

তৈরির পদ্ধতি: প্রথমে একটা বড় পলিথিনের গামলায় পরিষ্কার জল নিন, এবার ওই জলে অ্যাসিড স্লারি মিশিয়ে দিন। এই অ্যাসিড স্লারি দেখতে অনেকটা রেড়ির তেলের মতো। তাই অ্যাসিড স্লারি কখনওই পুরোপুরি জলে মিশবে না। কস্টিক সোডা, সাদা রঙের মিছরির দানার মতো দেখতে। অ্যাসিড স্লারি ও জলের মিশ্রণে কস্টিক সোডা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিশ্রণটি গরম হতে শুরু করবে ও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ফেনাও হতে পারে। কস্টিক সোডা গলতে শুরু করলেই ইউরিয়া ঢেলে দিতে হবে। তাতে ফেনা মরে যাবে। এরপর কাঠের খুন্তি বা হাতা দিয়ে মিশ্রণটি ভালোভাবে নেড়ে দিতে হবে। লিক্যুইড ডিটারজেন্ট তৈরি হয়েছে কিনা দেখার জন্য একটি হলুদ রঙের pH কাগজ ওই মিশ্রণে ডোবাতে হবে। যদি কাগজটির রঙ লালচে হয় তবে বুঝতে হবে লিক্যুইড ডিটারজেন্ট তৈরি। সবশেষে ওই মিশ্রণে ফোম বুস্টার ও সুগন্ধি ঢেলে নেড়ে প্লাস্টিকের কৌটোয় বা ক্যানে ঢেলে ফেলতে হবে। গ্রামের উদ্যমী ব্যবসাতে ইচ্ছুক যারা তারা এই লিক্যুইড ডিটারজেন্ট তৈরি করে শহরের বাজারে দিতে পারেন।

কীটনাশক চক তৈরি

পিঁপড়ে, আরশোলা ও অন্যান্য পোকামাকড়ের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে রান্নাঘর, খাবারঘরে কীটনাশক চকের ব্যবহার হয়।

মাত্র ১০-১৫ হাজার টাকার পুঁজিতেই এই কীটনাশক চকের ব্যবসা হতে পারে।

কী কী লাগবে: ১ কিলোগ্রাম সামগ্রী তৈরি করতে লাগবে ৮০০ গ্রাম প্লাস্টার অব প্যারিস, ১০ গ্রাম গ্যামাক্সিন পাউডার, ১০০ গ্রাম সিমেন্ট ও পরিমাণ মতো জল। কাঠামো তৈরির জন্য দরকার ডাইস। আকার অনুযায়ী ডাইস তৈরি করিয়ে নেওয়া যায়, আবার কিনতেও পাওয়া যায়। খরচ পড়বে ২৫০০-৩০০০ টাকা।

তৈরির পদ্ধতি: প্লাস্টার অব প্যারিস, গ্যামাক্সিন পাউডার ও সিমেন্ট প্রয়োজনমতো মিশিয়ে জল দিয়ে তরল করলে ফেভিকল আঠার মতো দেখতে হবে এরপর ডাইসে ঢালতে হবে। দেখতে হবে চকের মতো সরুও লম্বামুখ। এরপর রোদে শুকিয়ে প্যাকেজিং করতে হবে।

শৌচালয়ের ফ্রেশনার তৈরি

শৌচাগারের ভ্যাপসা গন্ধ দূর করার, জন্য ফ্রেশনার তৈরি করা যেতে পারে। ২৫-৩০০০০ টাকা পুঁজি নিয়েই শুরু করতে পারেন।

কী কী লাগবে: ১)নিম, ১লিটার ২) ডিস্টিল্ড ওয়াটার, ৭০০ এমএল, ৩) কর্পূর, ২৫-৩০ গ্রাম, ৪) কাচের পাত্র বা ড্রাম, মগ।

তৈরির পদ্ধতি: যাবতীয় উপাদান নির্দিষ্ট অনুপাতে কাচের পাত্রে বা ড্রামে মিশিয়ে ছোট ছোট বোতলে ভরতে হবে। এরপর বোতলে লেবেলিং করে বিক্রির উপযোগী করতে হবে।

ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্যাকেজিং খুব ভালো হতে হবে। প্রথমদিকে পরিচিতদের মধ্যে দিন। এরপর স্থানীয় দোকানে দিতে পারেন। এইভাবেই নেটওয়ার্ক তৈরি করে ব্যবসা বাড়াতে পারবেন।

জামার বোতাম তৈরি

কী কী লাগবে: কাঁচামাল লাগবে, উন্নত মানের পলিপ্রপিলিন দানা। এই দান বড়বাজার এলাকায় সস্তায় পাবেন।

বোতাম তৈরির জন্য লাগে: ১) ওয়েস্ট কাটিং মেশিন, ২) ইঞ্জেকশন মোল্ডিং মেশিন। ওয়েস্টকাটিং মেশিন বিভিন্ন মাপের পাওয়া যায়। ছোট মেশিনে ঘণ্টায় প্রায় ১৫ কেজি পাউডার তৈরি হয়। মেশিন চালাতে লাগে ৩ হর্সপাওয়ারের মোটর। ইঞ্জেকশন মোল্ডিং মেশিন ও পাওয়া যায় বিভিন্ন মাপের। উৎপাদিত সামগ্রীর ওজন যত আউন্সের হবে ঠিক তত আউন্সের মেশিন কিনতে হবে। অন্যান্য সরঞ্জামের মধ্যে লাগবে মোল্ড বা ছাঁচ।

২জন অপারেটর ও একজন বিপণনকর্মী নিয়েই এই ব্যবসা শুরু হতে পারে।

তৈরির পদ্ধতি: প্লাস্টিকের এইসব সামগ্রী তৈরি হয় মূলত ইঞ্জেকশন মোল্ডিং মিশনে। উৎপাদিত সামগ্রী কত আউন্সের ওজনের হবে, তার ওপর নির্ভর করে ওই পরিমাপের ইঞ্জেকশন মোল্ডিং মেশিন কিনবেন। ইঞ্জেকশন মোল্ডিং মেশিনের একধারে বা, ওপরে থাকে একটি বড় ফানেল। ওই ফানেলের মধ্যে পলিপ্রপিলিন বা, H.D.P.E. ফেলে দিতে হয়। ফানেলের নীচে ফাঁপা দণ্ডের গায়ে থাকে ইলেকট্রিক হিটার। পলিপ্রপিলিন দানা ওই ফাঁপা দণ্ডের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় হিটারের গরম তাপে গলে যায়। তারপর ওই গলা তরল পলিপ্রপিলিন নীচে রাখা ছাঁচে গিয়ে পড়লে ছাঁচের আকৃতি নেবে। এরপর ওই ছাঁচ খুলে ঠান্ডা করলে ছাঁচের মধ্যে থেকে প্লাস্টিকের ওই সামগ্রী বার হয়ে আসবে। এরপর ওই সামগ্রী পালিশিং মেশিনে ঘষে উজ্জ্বল করতে হবে। প্রাথমিক ভাবে ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকার পুঁজি নিয়ে এই ব্যবসা শুরু করা যায়।

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২০ জুলাই ২০১৭

কেরিয়ার সিলেকশন

পেশা যখন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট

পেশাদারি কাজের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে এক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা। যখন কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন— বন্যা, ভূমিকম্প বা ঘূর্ণিঝড় মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ওপর চরম আঘাত হানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে আর একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও অন্যান্য পরিবেশের এতটাই ক্ষতিসাধন করে যে, তখন মানুষরা নিজের ক্ষমতায় তার মোকাবিলা করতে পারে না, সেই অবস্থাকে বিপর্যয় বলে। আর এই বিপর্যয় মোকাবিলার ব্যবস্থাপনা হল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট।

ভারতের ৭০% অঞ্চল খরাপ্রবণ, ৬০% অঞ্চল ভূমিকম্পপ্রবণ, ১২% অঞ্চল বন্যাপ্রবণ, ৮% অঞ্চল সাইক্লোনপ্রবণ এলাকা। এই পরিসংখ্যানে বোঝা যায়, বিপর্যয় মোকাবিলা, পরিকল্পনা, প্রকল্প, তদারকি ও ব্যবস্থাপনা কতটা জরুরি। আজকে প্রযুক্তি পরিবর্তনের যুগে এই বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য সরকারি, বেসরকারি ও শিল্পক্ষেত্রে পেশাদার কর্মীর গুরুত্ব ও চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। বিপর্যয় প্রধানত দুই ধরনের হয়। প্রাকৃতিক ও মানুষের ভুলে। প্রাকৃতিক কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়। যেমন, ভূমিকম্প, খরা, বন্যা, সুনামি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, পাহাড়ে ধ্বস, সাইক্লোন ইত্যাদি। আর মানুষের ভুলে যে-বিপর্যয়গুলি হয় সেগুলি হল: রাস্তা, রেল, বিমান, শিল্পক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি। ভূ-পৃষ্ঠের অন্তর্নিহিত শক্তি ও ভারসাম্যের অভাবে ঘটে ভূমিকম্প। অনাবৃষ্টির ফলে হয় খরা। বেশি বৃষ্টিপাত, নদীর বাঁধ ভাঙা ও নিম্নচাপের কারণ হল ভয়াবহ বন্যা।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় আটকানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে পেশাদারদের মূল দায়িত্ব বিপর্যয় ঝুঁকি কমানো ও যথাসম্ভব জীবন ও সম্পদ বাঁচানো। বিপর্যয়ের আগে, বিপর্যয় চলার সময় ও বিপর্যয়ের পর পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত কর্মীর দরকার হয়। দক্ষকর্মীরা দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার করে ত্রাণে সাহায্য করে ও তাদের মনস্তত্ত্ব বুঝে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। উদ্ধার ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে দরকার হলে আধুনিক মেশিনারির সাহায্য নেওয়া হয়। কাজটি দলগত। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর, বিপর্যয় তদারকি ও ব্যবস্থাপনায় নোডাল এজেন্সি হিসাবে কাজ করা যায়। অন্যান্য দফতরে যেমন— কৃষি, রাসায়নিক, অসামরিক, রেলওয়ে, পরিবহণ, বন-পরিবেশে কাজ করা যায়। স্বাস্থ্য ও পারমাণবিক দফতর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিপর্যয় মোকাবিলায় দায়িত্বশীল থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ দফতর এখন বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দফতর নামে পরিচিত। এই দফতরের সঙ্গে একযোগে কাজ করে কৃষি, সেচ ও অগ্নিনির্বাপণ দফতর। আমাদের রাজ্যে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ছাড়াও অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা দফতর ও জলসেচ দফতরের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার কাজে পেশাদার লোক নেওয়া হয়। জাতীয় স্তরে চাকরির সুযোগ আছে এইসব ক্ষেত্রে: ১) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, ২) ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সেন্টার, ৩) ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, ৪) ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ৫) ইন্ডিয়ান মেটোরোলজিক্যাল দফতর, ৬) নিউ দিল্লি সেন্টার অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, ৭) জয়পুর হরিয়ানা ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ৮) গুরগাঁও আম্বেদকর ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ৯) চণ্ডীগড় শ্রীকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ১০) রাঁচি ইনস্টিটিউট অব হিমালয়ান এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, নৈনিতাল, ১১) উত্তরাখণ্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সেন্টার, ১২) ভোপাল ডিজাস্টার মিটিগেশন ইনস্টিটিউট, ১৩) আহমেদাবাদ সেন্টার ফর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, ১৪) দিল্লি ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট। পরিষেবামূলক কাজের ভালো সুযোগ আছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায়। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪০০০ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কাজ করে আর জাতীয় স্তরে প্রায় ৬০০০। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার কাজে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের খ্যাতি সারা বিশ্বজুড়ে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিভিন্ন সময়ে পেশাদার কর্মী নিয়ে থাকে। পাশাপাশি চাকরির সুযোগ আছে কর্পোরেট সংস্থা, বড় হাসপাতাল, হাইরাইজ বিল্ডিং ও শপিং মলে। সংস্থা অনুসারে লোক নেওয়া হয় এইসব পদে: ফ্যাকাল্টি, রিসার্চার, কনসালট্যান্ট, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফিসার, ডকুমেন্টেশন অফিসার, ট্রেনিং অর্গানাইজার, ফিল্ড ট্রেনিং অ্যান্ড মক ড্রিলার এক্সপার্ট, ডিজাস্টার ম্যানেজার, ডিজাস্টার প্রোফেশনাল।

ধরাবাঁধা চাকরি করতে না চাইলে কনসালটেন্সি এজেন্সি তৈরি করে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার কাজ করে ভালো আয় করা যেতে পারে। যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স বা মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে এই পেশায় আসতে পারেন। সংস্থা অনুযায়ী লোক নেওয়ার পদ্ধতি আলাদা আলাদা। তবে এখন সরকারি ও কর্পোরেট সংস্থায় লোক নেওয়ার ক্ষেত্রে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কোর্স পাস ছেলেমেয়েদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কাজটি যেহেতু পুরোপুরি টেকনিক্যাল তাই পেশাদারি ট্রেনিং থাকলে কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়।

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স, ডিগ্রি কোর্স এমনকী পিএইচডি করার সুযোগ আছে। যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা সার্টিফিকেট কোর্সে আর যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে পারেন পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে ৫৫ শতাংশ নম্বর থাকলে পিএইচডিও করা যেতে পারে।

ব্যবসায় কেরিয়ার

আখ চাষ করে স্বাবলম্বী হন

বর্তমান সময়ে আগের থেকে এখন মানুষ ব্যবসা করার দিকে ঝুঁকেছে। ব্যবসা মানেই এই নয় যে, খুব বেশি পুঁজি অথবা উচ্চশিক্ষিত হতে হবে। স্বল্প সংখ্যক ও কম শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও ব্যবসা করা যায়। যেমন হচ্ছে আখ চাষ। এটি একটি লাভজনক ব্যবসা। এই চাষ বেছে নেওয়ার কারণ হল দ্বিতীয় বছর আবার নতুন করে বীজ বপন করতে হয় না। ওই আখের গাঁট থেকে আবার ফসল ফলানো সম্ভব। সেইসঙ্গে এই ব্যবসার সুবিধা হল, চাষের খরচ কম, লোকসানও কম হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এই চাষ ভালো হয়। পৌষ-সংক্রান্তির সময় ফসল হয়।

কী কী উপকরণ লাগবে: জমি ও জলাশয় ছাড়াও আখচাষের জন্য দরকার হয় আখের ডগা (১ কাহন), লাঙল, মই, কোদাল, কাস্তে, গাঁইতি (ছোট ও বড়), পুরনো শুকনো গোবর, হান্টার-৫০ (উইপোকা রোধের জন্য), পটাশ, সার, থাইমেট।

চাষের পদ্ধতি: জমিকে ২-৩ বার কর্ষণ করে সমান করে নিতে হবে। এবার ২০ কিলোগ্রাম ডিএপি সার, ৫ কিলোগ্রাম পটাশ, ৫ কিলোগ্রাম থাইমেট ও ৫ প্যাকেট হান্টার –৫০ মিশিয়ে ওই জমির ওপর ছড়িয়ে দিতে হবে। তারপর আবার সমান করে নিতে হবে। আখের ডগা কিনে এনে খোলা ছাড়িয়ে ২-৩টি গাঁট বরাবর সেগুলিকে ছোট টুকরো করতে হবে। ওই টুকরোগুলি বাণ্ডিল করে গোবরজলে ডুবিয়ে রাখতে হবে ২-৫ মিনিট। পরে তুলে নিয়ে জমা গোবরের ধারে হালকা গর্ত করে ভাপাতে হবে। দু'পাঁচ দিন পর গাঁটের মধ্যে থেকে ফোড় বের হবে।

এরপর ফোড় বের করা আখ ২০-২৫ সেন্টিমিটার অন্তর জমিতে বসিয়ে দিতে হবে। ভেলি বেঁধে দিতে হবে এবং দু'দিন পর থেকে সেচ শুরু হবে। ভেলির ওপর মাটির ফাটল দেখা দিলে হালকাভাবে খুঁড়ে দিতে হবে যাতে আখের কাণ্ড বের হতে পারে। গাছের উচ্চতা যখন ৫-৬ ফুট হবে, তখন ৪-৫টি আখগাছ একসঙ্গে আখের পাতা দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। কারণ আখের গাছ ক্রমশ লম্বা হতে থাকে, ফলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আখের রস হতে মোটামুটি ৮ মাস সময় লাগে। তখন আখ কেটে কাস্তে দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়। এই আখ বিভিন্ন মেলাপ্রাঙ্গণে বিক্রি করা যেতে পারে। যাঁরা মেশিনে আখের রসের ব্যবসা করেন, তাঁদের কাছেও আখ বিক্রির ব্যবস্থা করা যায়। আবার নিজেও আখ থেকে গুড় তৈরি করতে পারেন।

আয়-ব্যয় ও লাভের হিসাব: প্রাথনিক মূলধন: জমি কর্ষণ ৭০০ টাকা, মেশিন ১০,০০০ টাকা, গাড়ি ভাড়া ১৩০০ টাকা, শ্রমিক ১৫০০ টাকা। কোদাল ১২০ টাকা। কাস্তে ৪টি ১০০ টাকা। মোট: ১৩,৭২০ টাকা

কার্যকরী মূলধন: আখের ডগা (১ কাহন) ৪০০০ টাকা। সার (২০ কিলোগ্রাম) ৫৪০ টাকা। পটাশ (৫ কিলোগ্রাম) ১০০ টাকা। থাইমেট (৫ কিলোগ্রাম) ৫০০ টাকা। হান্টার-৫০ (৫ প্যাকেট) ২০০ টাকা। গোবর ৩০০ টাকা। মোট ৫৬৪০ টাকা। মোট খরচ (প্রাথমিক মূলধন+কার্যকরী মূলধন) = ১৩,৭২০+৫৬৪০ টাকা= ১৯,৩৬০ টাকা।

লাভের হিসাব: ২৯ ডেসিবেল জমিতে ৩৫০০ 'আখডাড়ি' পাওয়া যাবে। প্রতিটি গড়ে ১২ টাকা দরে বিক্রি করা যায়। সুতরাং মোট আয়= ৩,৫০০ ১২ টাকা = ৪২,০০০ টাকা। প্রথম বছরে লাভ = ৪২,০০০ –১৯,৩৬০ টাকা =২২,৬৪০ টাকা।

দ্বিতীয় বছর আখগাছের ডাঁটির অংশ থেকেই গাছ হবে। দ্বিতীয় বছর প্রায় ১৮,০০০ টাকা লাভ হতে পারে। সেক্ষেত্রে দুই বছরে মোট লাভ = ২২,৬৪০+১৮০০০ = ৪০,৬৪০ টাকা।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২০ জুলাই ২০১৭

গঙ্গাসাগর-বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে একাধিক পদে নিয়োগ

মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় গঙ্গাসাগর-বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে একাধিক পদে নিয়োগ করা হচ্ছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর 7 of 2017.

কোন পদের জন্য কত শূন্যপদ: জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট প্ল্যানার ১টি (অসংরক্ষিত), সার্ভেয়ার ১টি (অসংরক্ষিত), ড্রাফটসম্যান ১টি (অসংরক্ষিত), ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট ১টি (অসংরক্ষিত), লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ২টি (অসংরক্ষিত ১টি, তফসিলি জাতি ১টি)।

জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট প্ল্যানার: এআইসিটিই অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত ৬০% নম্বর সহ আর্কিটেকচারের ডিপ্লোমা। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বা রিজিওনাল বা আরবান প্ল্যানিং নিয়ে স্নাতক ডিগ্রি অথবা টাউন অ্যান্ড সিটি প্ল্যানিং, রিজিওনাল প্ল্যানিং, আরবান ডিজাইন, ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যানিং বা সমতুল বিষয় নিয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকলেও আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া আর্কিটেকচার এবং প্ল্যানিং নিয়ে তিন বছরের অভিজ্ঞতা, অটো ক্যাড, থ্রি ডি মডেলিং সফটওয়্যার, এমএস অফিস সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে, কম্পিউটার এইডেড আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং, আরবান ডিজাইন এবং প্ল্যানিং প্রিন্সিপাল নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। বেতন: ৯,০০০-৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা।

সার্ভেয়ার: যোগ্যতা দরকার উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সার্ভে নিয়ে ডিপ্লোমা। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। বেতন: ৭,১০০-৩৭,৬০০ টাকা এবং গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

ড্রাফটসম্যান: এই পদের জন্য যোগ্যতা লাগবে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ড্রাফটসম্যান নিয়ে ডিপ্লোমা। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চার বছরের অভিজ্ঞতা লাগবে। বেতন: ৭,১০০-৩৭,৬০০ টাকা এবং গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট: এই পদের জন্য যোগ্যতা লাগবে অন্তত ৬০% নম্বর সহ মাধ্যমিক বা সমতুল। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন জানা থাকতে হবে। বেতন: ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক: এই পদের জন্য যোগ্যতা লাগবে অন্তত ৬০% নম্বর সহ মাধ্যমিক বা সমতুল। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন জানা থাকতে হবে। ৩০টি শব্দ প্রতি মিনিটে ইংলিশ টাইপিং স্পিড এবং বাংলা টাইপিং জানা থাকতে হবে। বেতন: ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

প্রতিটি পদের জন্যই বয়স হতে হবে ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

২৪ জুলাই পর্যন্ত অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.mscwb.org। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার পর ফি জমা করতে হবে ব্যাংক চালানের মাধ্যমে। আবেদন ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫ জুলাই।

আবেদন ফি জমা দেওয়ার পর অনলাইনে গিয়ে ফাইনাল সাবমিট করতে হবে। ফাইনাল সাবমিটের শেষ তারিখ ২৬ জুলাই।

আবেদন ফি সাধারণ ও ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ১৫০ টাকা + প্রোসেসিং চার্জ ৫০ টাকা + ব্যাংক চার্জ ২০ টাকা। তফসিলি প্রার্থীদের জন্য শুধুমাত্র প্রোসেসিং ফি ৫০ টাকা এবং ব্যাংক চার্জ ২০ টাকা। ওপরের ওয়েবসাইট থেকে চালান ডাউনলোড করে ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় টাকা জমা দিতে হবে এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে 0088010367936.

এছাড়া অনলাইনেও ফি জমা দেওয়া যাবে। বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে বিভিন্ন পদে ২৩ নিয়োগ

মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি অথরিটিতে একাধিক পদে নিয়োগ করা হচ্ছে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নম্বর 08/2017.

কোন পদের জন্য কত শূন্যপদ: এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ১টি (সাধারণ), সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার— সিভিল ৬টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১), সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল ১টি (সাধারণ), অ্যাকাউন্টস কাম অডিট অ্যাসিস্ট্যান্ট ১টি (সাধারণ), অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার ১টি (সাধারণ), কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ২টি (সাধারণ ১টি, তফসিলি জাতি ১টি), অ্যাসিস্ট্যান্ট প্ল্যানার ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি ১), সার্ভেয়ার ২টি (সাধারণ ১ টি, তফসিলি ১টি), প্ল্যানিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ৪টি (সাধারণ ১টি, তফসিলি উপজাতি ১টি, ওবিসি এ ১টি, ওবিসি বি ১টি), ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ২টি (সাধারণ ১টি, তফসিলি জাতি ১টি), ক্যাশিয়ার ১টি (সাধারণ)।

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার: এই পদের জন্য যোগ্যতা, সরকার স্বীকৃত ইউনিভার্সিটি থেকে প্রথম শ্রেণির ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা। এমই বা এমটেক থাকলে এবং অটো ক্যাড কম্পিউটার নলেজ থাকলে অগ্রাধিকার। বেতন: ১৫,৬০০-৪২,০০০ টাকা। গ্রেড পে ৬,৬০০ টাকা।

সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার: এই পদের জন্য যোগ্যতা, এআইসিটিই অনুমোদিত পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান থেকে ৬০% নম্বরসহ সিভিল ইঞ্জিনিয়ানিংয়ের ডিপ্লোমা। এছাড়া ডিজাইন/কনস্ট্রাকশন/প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট /অপারেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের কাজে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা। এছাড়া অটোক্যাড নলেজ থাকলে অগ্রাধিকার। বেতন: ৯,০০০-৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা।

সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল: এই পদের জন্য যোগ্যতা লাগবে এআইসিটিই অনুমোদিত পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান থেকে ৬০% নম্বর সহ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা। এছাড়া ডিজাইন/মেন্টেন্যান্স-এর কাজে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা। এছাড়া অটোক্যাড জানা থাকলে অগ্রাধিকার। বেতন: ৯,০০০-৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা।

অ্যাকাউন্টস কাম অডিট অ্যাসিস্ট্যান্ট: এই পদের জন্য যোগ্যতা, স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমার্স নিয়ে স্নাতক, অ্যাকাউন্টসের কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। কম্পিউটার নলেজ থাকলে অগ্রাধিকার। বেতন: ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার: এই পদের জন্য যোগ্যতা, স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমার্স নিয়ে স্নাতক, অ্যাকাউন্টস-এর কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। ট্যালির নলেজ থাকলে অগ্রাধিকার। বেতন: ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট: এই পদের জন্য যোগ্যতা লাগবে, যে কোনও শাখায় স্নাতক এবং স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা অথবা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে বিএসসি বা এমএসসি অথবা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে মাস্টারস। কম্পিউটার সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার বিষয়ে জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার। বেতন: ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্ল্যানার: এই পদের জন্য যোগ্যতা লাগবে ৬০% নম্বরসহ এআইসিটিই অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল/ আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি এবং টাউন/রিজিওনাল/ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যানিং নিয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। বেতন: ১৫,৬০০-৪২,০০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা।

সার্ভেয়ার: এই পদের জন্য যোগ্যতা লাগবে মাধ্যমিক বা সমতুল এবং সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সার্ভে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ডিপ্লোমা বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট বা পশ্চিমবঙ্গ সার্ভে ইনস্টিটিউট বা সমমানের প্রতিষ্ঠান থেকে সিনিয়র সার্ভেয়রশিপ সার্টিফিকেট। এছাড়া সার্ভের কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা। জিপিএস বা এই জাতীয় আধুনিক ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করার দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার। বেতন: ৭,১০০-৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

প্ল্যানিং অ্যাসিস্ট্যান্ট: এই পদের জন্য যোগ্যতা লাগবে, আর্কিটেকচার নিয়ে ডিপ্লোমা বা কলা বা বিজ্ঞানে ডিগ্রি। এছাড়া প্ল্যানিং বা সার্ভের কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা। কম্পিউটার নলেজ, অটোক্যাড, প্রোসেসিং জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার। বেতন: ৭,১০০-৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট: এই পদের জন্য যোগ্যতা লাগবে, মাধ্যমিক বা সমতুল এবং কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন সার্টিফিকেট। বেতন: ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

ক্যাশিয়ার: এই পদের জন্য যোগ্যতা লাগবে, মাধ্যমিক বা সমতুল এবং কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের সার্টিফিকেট। বেতন: ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

বয়সসীমা: অ্যাকাউন্টস কাম অডিট অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার, কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট, সার্ভেয়ার, প্ল্যানিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, ক্যাশিয়ার পদগুলির জন্য ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বাকি পদগুলির জন্য ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত শ্রেণির জন্য সরকারি নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় আছে।

২৮ জুলাই পর্যন্ত অনলাইন আবেদন করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.mscwb.org অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার পর ফি জমা করতে হবে ব্যাংক চালানের মাধ্যমে। আবেদন ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৯ জুলাই। আবেদন ফি জমা দেওয়ার পর অনলাইনে আবেদন সম্পূর্ণভাবে সাবমিট করতে হবে। ফাইনাল সাবমিটের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই।

আবেদন ফি: সাধারণ ও ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ১৫০টাকা + প্রসেসিং চার্জ ৫০ টাকা+ ব্যাংক চার্জ ২০ টাকা। তফসিলি প্রার্থীদের জন্য শুধুমাত্র প্রোসেসিং ফি ৫০ টাকা এবং ব্যাংক চার্জ ২০ টাকা। ওপরের ওয়েবসাইট থেকে চালান ডাউনলোড করে ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় টাকা জমা দিতে হবে এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে 0088010367936. এছাড়া অনলাইনেও ফি জমা দেওয়া যাবে। বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজ-খবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজ-খবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল।

naukri.com
monster.com
timesjobs.com
shine.com
placementIndia.com
careerage.com
jobstreet.co.in
jobsDB.com
jobisjob.com
sarkarinaukricom.com

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২০ জুলাই ২০১৭

ফুড কর্পোরেশনের তামিলনাড়ু ডিপোয় ৫৫ জন নিয়োগ

৫৫ জন ওয়াচম্যান নেবে ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া। নিয়োগ হবে তামিলনাড়ুর বিভিন্ন ডিপো ও অফিসে। পরীক্ষাকেন্দ্র তামিলনাড়ুতে।

শূন্যপদের বিন্যাস: সাধারণ ২৯, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১৫। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ক্লাস এইট পাস।

বয়স: ১-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ৮,১০০-১৮,০৭০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষায় জেনারেল নলেজ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ম্যাথমেটিক্স ও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড গ্রামার বিষয়ে মোট ১০০ নম্বরের অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। তামিলনাড়ুতে চেন্নাই, ভেলোর, মাদুরাই, কোয়েম্বাটুরসহ ১০টি পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.fcijobportaltn.com. অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৮ আগস্ট পর্যন্ত। প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করার সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফোটো, সইসহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড করতে হবে।

প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া, দরখাস্তপূরণ,পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে ১৯ ক্লার্ক

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন আর্মি এয়ার ডিফেন্স রেকর্ডস লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদে ১৯ জন লোক নিচ্ছে। উচ্চমাধ্যমিক পাসরা কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩৫টি শব্দ তোলার গতি থাকলে যোগ্য।

বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। বেতন: ১৯,৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৯টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ২, প্রাক্তন সমরকর্মী ২, প্রতিবন্ধী ১)।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, টাইপিং টেস্ট বা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। দরখাস্ত করতে হবে সাধারণ কাগজে। তখন সঙ্গে দেবেন: ১) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট ও ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। ২) এখনকার তোলা ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো। এক কপি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে ও আরেক কপি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে। ৩) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ২৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটা একটি রেজিস্টার্ড খাম। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখতে হবে 'Application for the post of LDC'।

দরখাস্ত পৌঁছনো চাই ২৩ জুলাইয়ের মধ্যে এই ঠিকানায়: The Commanding Officer, Army Air Defence Records, Gopalpur Military Station, Ganjam Odisha, Pin-761052.

কেরিয়ার ইনফো

● এলাহাবাদ হাইকোর্টে পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। সেই সঙ্গে স্টেনোগ্রাফিতে ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট এবং ডোয়েক বা এনআইইএলআইটি স্বীকৃত কম্পিউটার কোর্স সার্টিফিকেট থাকতে হবে। পাশাপাশি শর্টহ্যান্ডে ইংরেজিতে মিনিটে ১০০ টি শব্দের দক্ষতা এবং কম্পিউটার-টাইপিংয়ে ইংরেজিতে মিনিটে ৪০টি শব্দ বা হিন্দিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। বিস্তারিত জানতে দেখুন: www.allahabadhighcourt.in

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বৃত্তি

তিনটি স্কলারশিপের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ২০১৭-১৮ বছরের জন্য অনলাইন আবেদন চাইছে। যে সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, পারসি ও জৈন) ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত কোর্সে প্রথম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, পলিটেকনিক, আইটিআই, স্নাতক, স্নাতকোত্তর (সাধারণ, পেশাদারি, কারিগরি), বিএড, এমফিল, পিএইচডি-তে ভর্তি হয়েছেন তাঁরা আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক ও পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে।

স্কলারশিপ দেওয়া হবে এই তিনটি পর্যায়ে:১) প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ। কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের UDISE কোড নম্বর থাকলে এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন। পারিবারিক বার্ষিক আয় হতে হবে ১ লক্ষ টাকার মধ্যে। তবে ক্লাস ওয়ানের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে শেষ পরীক্ষায় ৫০% নম্বর না থাকলেও চলবে। ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট ও নবীকরণের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই। ২) পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ। কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি, এমফিল, বিএড কোর্সে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা UDISE কোড নম্বর থাকলে আবেদন করতে পারেন। পারিবারিক আয় হতে হবে বার্ষিক ২ লক্ষ টাকার মধ্যে। কোনও নথি আপলোড করার দরকার নেই। ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট ও নবীকরণের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই। ৩) মেরিট-কাম-মিন্স স্কলারশিপ। কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে পেশাদারি বা কারিগরি ক্ষেত্রে আন্ডার-গ্রাজুয়েট বা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা UDISE কোড নম্বর থাকলে আবেদন করতে পারেন। পারিবারিক আয় হতে হবে বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকার মধ্যে। আইআইটি, আইআইএম, এনআইটি, এনআইএফটি, আইআইএফটি কোর্সের পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা পড়ার সম্পূর্ণ খরচ পাবেন। শিক্ষার্থীর পারিবারিক আয় হতে হবে আড়াই লক্ষ টাকা বা তার মধ্যে।

আবেদন পদ্ধতি: প্রার্থীকে অনলাইন আবেদন করতে হবে। অফলাইনে আবেদন গৃহীত হবে না। www.scholarship.gov.in ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে। যে-সমস্ত শিক্ষার্থী গত বছর আবেদন করেছিলেন এবং স্কলারশিপ পেয়েছিলেন, যাঁদের স্থায়ী আইডি আছে তাঁরা রিন্যুয়াল হিসাবে আবেদন করবেন। যে-সমস্ত শিক্ষার্থী গত বছর আবেদন করেছিলেন কিন্তু স্কলারশিপ পাননি তাঁরা এবং সমস্ত নতুন প্রার্থীরা ফ্রেশ বা নতুন হিসাবে আবেদন করবেন। প্রার্থীর একটি চালু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। সমস্ত ব্যাপারে বিস্তারিত খবর ওপরের ওয়েবসাইটে পাবেন। প্রথম স্কলারশিপের জন্য নতুন আবেদন করার শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট। পুনরায় বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হবে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে।

ইস্টার্ন কমান্ডে বিভিন্ন পদে ২৬ নিয়োগ

কলকাতার হেড কোয়ার্টার্স ইস্টার্ন কমান্ড স্টেনোগ্রাফার, মেসেঞ্জার, গার্ডেনার, বার্বার, কুক, সাফাইওয়ালা ও মজদুর পদে ২৬ জন লোক নিচ্ছে। উচ্চমাধ্যমিক পাসরা ইংরেজি ট্রানস্ক্রিপশনে ও ডিকটেশনে মিনিটে অন্তত যথাক্রমে ৫০টি ও ৮০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে স্টেনোগ্রাফার পদের জন্য যোগ্য। বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (সাধারণ)।

মাধ্যমিক পাসরা ম্যাসেঞ্জার, গার্ডেনার, বার্বার, কুক, সাফাইওয়ালা ও মজদুর পদের জন্য যোগ্য। বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা। শূন্যপদ: ম্যাসেঞ্জারে ১১টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৪)। গার্ডেনার পদে ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১)। বার্বার পদে ১টি (সাধারণ)। কুক পদে ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১)। সাফাইওয়ালা পদে ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। মজদুর পদে ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)।

সব ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১৩-৯-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। শুরুতে ২ বছরের ট্রেনিং। প্রার্থী বাছাই হবে টেস্ট বা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে সাধারণ কাগজে। তখন সঙ্গে দেবেন: ১) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট ও ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। ২) এখনকার তোলা ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো। এক কপি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে ও আরেক কপি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে। ৩) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ২৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটা একটি রেজিস্টার্ড খাম। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখতে হবে 'Application for the post of....' দরখাস্ত পাঠাবেন সাধারণ ডাকে, রেজিস্ট্রি ডাকে বা স্পিড ডাকে। ১৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Adm. Br. HQ Eastern Command, Pin-908542, C/o-99 APO.

প্রতিরক্ষা সংস্থায় ১০০

কেন্দ্রীয় সরকারের মেদক অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট/টেকনিশিয়ান (ডিপ্লোমা) অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ১০০ জন লোক নিচ্ছে।

নেওয়া হবে এইসব শাখায়: মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেটালার্জি, সিভিল, সিএসইআইটি, কেমিক্যাল, অটোমোবাইল। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে কোনও শাখায় ডিগ্রি কোর্স পাসরা ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে আবেদন করতে পারেন। স্টাইপেন্ড মাসে ৪,৯৮৪ টাকা। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে কোনও শাখার ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা টেকনিশিয়ান (ডিপ্লোমা) অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে আবেদন করতে পারেন। স্টাইপেন্ড মাসে ৩,৫৪২ টাকা। শূন্যপদ: ১০০টি।

প্রার্থী বাছাইয়ের ইন্টারভিউ হবে ২৫ জুলাই, বেলা সাড়ে ৮ টায়। এই ঠিকানায়: HRD Section (OFILMK Building), Near Main Gate, Ordnance Factory Estate, Yeddumailaram-502205 (T.S)

ইন্টারভিউয়ের সময় সঙ্গে নিয়ে যাবেন এইসব প্রমাণপত্রের মূল ও ২ সেট প্রত্যয়িত নকল: ১) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাস্ট সার্টিফিকেট, ২) আধার কার্ড, ৩) এখনকার তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো।

২৮১ ওয়াচম্যান

২৮১ জন ওয়াচম্যান নেবে ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া। নিয়োগ হবে রাজস্থানের বিভিন্ন ডিপো ও অফিসে। পরীক্ষাকেন্দ্র রাজস্থানে।

শূন্যপদের বিন্যাস: সাধারণ ১৪১, তফসিলি জাতি ৪৮, তফসিলি উপজাতি ৩৬, ওবিসি ৫৬। এর মধ্যে ৮টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৬৯টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ক্লাস এইট পাস।

বয়স: ১-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ৮,১০০-১৮,০৭০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.fciregionaljobs.com অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৭ আগস্ট পর্যন্ত। প্রার্থীর একটি চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া, দরখাস্ত ইত্যাদি সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

এটিডিসি'তে বস্ত্রশিল্পের কর্মমুখী ট্রেনিং

কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের অধীন অ্যাপারেল ট্রেনিং অ্যান্ড ডিজাইন সেন্টার, বস্ত্রশিল্পের কাজের উপযোগী ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সে ভরতি নিচ্ছে। ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হচ্ছে এই দুটি কোর্সে: ১) বি.ভোক ইন অ্যাপারেল (ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড অঁত্রেপ্রেনিওরশিপ) ও ২) বি.ভোক ইন ফ্যাশন (ডিজাইন ও রিটেল)। যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা এই দুটি কোর্স পড়তে পারেন। কোর্সের মেয়াদ ৩ বছর।

ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হচ্ছে এই ২টি বিষয়ে: ১) অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি ও ২) ফ্যাশন ডিজাইন টেকনোলজি। যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা ২টি কোর্স পড়তে পারেন। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানো হচ্ছে এইসব বিষয়ে: ১) প্রোডাকশন সুপারভাইজার সিউয়িং, ২) কোয়ালিটি কন্ট্রোল এগজিকিউটিভ, ৩) স্যাম্পলিং কো-অর্ডিনেটর/গার্মেন্ট কনস্ট্রাকশন টেকনিক, ৪) মেশিন মেন্টেন্যান্স মেকানিক সিউয়িং, ৫) সিউয়িং মেশিন অপারেটর। কোর্সের ক্রম অনুসারে মেয়াদ ৬ মাস, ৪ মাস ও ৩ মাস। শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার ট্রেড অনুসারে ক্লাস ফাইভ পাস থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস। যোগাযোগের ঠিকানা: এটিডিসি- কলকাতা, প্লট নং ৩বি, ব্লক-এলএ, সেক্টর II, সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৯৮।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ২০ জুলাই ২০১৭

গ্রামীণ ব্যাংকে ১৪১৯২ জন নিয়োগ

গ্রামীণ ব্যাংকগুলিতে ১৪১৯২ জন অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক অনলাইন পরীক্ষা নেওয়া হবে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। পরীক্ষাটি নেবে ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকিং পার্সোনাল সিলেকশন। এই পরীক্ষায় সফল হলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ৫৬টি গ্রামীণ ব্যাংকে গ্রুপ-এ অফিসার (স্কেল ওয়ান, স্কেল টু এবং স্কেল থ্রি) এবং গ্রুপ বি অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদে নিয়োগ হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করা যাবে। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

দেশের গ্রামীণ ব্যাংকগুলিতে অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরি পেতে আগ্রহীদের আইবিপিএস-এর অনলাইন পরীক্ষায় সফল হতে হবে। পরীক্ষায় সফলরা স্কোর কার্ড পাবেন। এই স্কোর বৈধ থাকবে ইস্যু হওয়ার তারিখ থেকে ১ বছর। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গ্রুপ ডিসকাশন, ইন্টারভিউ প্রভৃতির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রার্থী বাছাই করবে।

গ্রামীণ ব্যাংকগুলিতে অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক আইবিপিএস-এর এই পরীক্ষার নাম কমন রিক্রুটমেন্ট প্রোসেস ফর রিক্রুটমেন্ট অব অফিসার্স অ্যান্ড অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন রিজিওনাল রুরাল ব্যাংকস।

গ্রামীণ ব্যাংকের অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অফিসার স্কেল-ওয়ান পদের ক্ষেত্রে যে-রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শূন্যপদে দরখাস্ত করবেন, প্রার্থীকে সেই এলাকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণিতে একটি বিষয় হিসাবে সেই ভাষা পড়ে থাকতে হবে। অবশ্য যাঁরা স্থানীয় ভাষা জানেন না, তাঁরাও আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে কাজে নিয়োগের ৬ মাসের মধ্যে তাদের সংশ্লিষ্ট ভাষায় দক্ষ হয়ে উঠতে হবে। আরআরবি বোর্ডের অনুমতিক্রমে এই মেয়াদ বাড়তে পারে।

আইবিপিএস-এর ৫৬টি গ্রামীণ ব্যাংকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দুটি গ্রামীণ ব্যাংক রয়েছে। এগুলি হল: বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক (মুর্শিদাবাদ), পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক (হাওড়া)। পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা এই দুটি গ্রামীণ ব্যাংক ছাড়াও অসমের লাংপি দেহাঙ্গি রুরাল ব্যাংক এও আবেদন করতে পারবেন। সেখানকার অন্যতম স্থানীয় ভাষা বাংলা। এছাড়া ইংরেজি স্থানীয় ভাষা হিসেবে গ্রাহ্য হয় অরুণাচল প্রদেশ রুরাল ব্যাংক ও নাগাল্যান্ড রুরাল ব্যাংকে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা এই ব্যাংকগুলিতেও আবেদন করতে পারবেন। পাশাপাশি হিন্দি স্থানীয় ভাষা হিসাবে গ্রাহ্য, এমন ব্যাংকগুলি হল: এলাহাবাদ ইউপি গ্রামীণ ব্যাংক, বরোদা। রাজস্থান ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংক, বরোদা ইউপি। গ্রামীণ ব্যাংক, বিহার গ্রামীণ ব্যাংক, সেন্ট্রাল মধ্যপ্রদেশ গ্রামীণ ব্যাংক, ছত্তিসগড় রাজ্য গ্রামীণ ব্যাংক, এলাকুয়াই দেহাতি ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক অব আর্যাবর্ত, হিমাচল প্রদেশ গ্রামীণ ব্যাংক, ঝাড়খন্ড গ্রামীণ ব্যাংক, কাশী গোমতী সংযুক্ত গ্রামীণ ব্যাংক, মধ্য বিহার গ্রামীণ ব্যাংক, মধ্যাঞ্চল গ্রামীণ ব্যাংক, নর্মদা ঝাবুয়া গ্রামীণ ব্যাংক, প্রথমা ব্যাংক, পূর্বাঞ্চল ব্যাংক, রাজস্থান মরুধর গ্রামীণ ব্যাংক, সর্ব হরিয়ানা গ্রামীণ ব্যাংক, সর্ব ইউপি গ্রামীণ ব্যাংক, উত্তর বিহার গ্রামীণ ব্যাংক, উত্তরাখণ্ড গ্রামীণ ব্যাংক, বনাঞ্চল গ্রামীণ ব্যাংক (দুমকা)- এর মধ্যে এলাহাবাদ ইউপি গ্রামীণ ব্যাংক, বরোদা ইউপি গ্রামীণ ব্যাংক ও উত্তরাখণ্ড গ্রামীণ ব্যাংকে সংস্কৃতও স্থানীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃত।

পদ ও র‍্যাংক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস:

অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট: বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক: মোট শূন্যপদ ৪৪টি (সাধারণ ২২, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১২) এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক: মোট শূন্যপদ ৬৮টি (সাধারণ ৩৪, তফসিলি জাতি ১৬, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৪) -এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি ও দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত।

লাংপি দেহাঙ্গি রুরাল ব্যাংক: মোট শূন্যপদ ২৩টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৬)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত।

অফিসার স্কেল-১ (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার): বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক: মোট শূন্যপদ ১৩৩টি (সাধারণ ৬৭, তফসিলি জাতি ২০, তফসিলি উপজাতি ১০, ওবিসি ৩৬)-এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ৪টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক: মোট শূন্যপদ ৭৪টি (সাধারণ ৩৭, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ২৫)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি ও দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। লাংপি দেহাঙ্গি রুরাল ব্যাংক: মোট শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)।

অফিসার স্কেল-২ (জেনারেল ব্যাংকিং অফিসার): পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক: মোট শূন্যপদ ৩১টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৮)। এর মধ্যে একটি শূন্যপদ বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত।

অফিসার স্কেল-৩: পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক: মোট শূন্যপদ ৯টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদের ক্ষেত্রে: যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। সঙ্গে যে এলাকায় ব্যাংকে নিয়োগ পেতে চান সেখানকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণীতে একটি বিষয় হিসাবে পড়ে থাকতে হবে। কম্পিউটারের জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

অফিসার স্কেল-ওয়ান (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার) পদের ক্ষেত্রে: যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট বা সমতুল। এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো-অপারেশন, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স ও অ্যাকাউন্টেন্সি— যে কোনও একটিতে স্নাতক হলে অগ্রাধিকার। কম্পিউটারের জ্ঞান অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হবে। সঙ্গে যে এলাকার ব্যাংকে নিয়োগ পেতে চান সেখানকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণিতে একটি বিষয় হিসাবে পড়ে থাকতে হবে।

অফিসার স্কেল-টু (জেনারেল ব্যাংকিং অফিসার) পদের ক্ষেত্রে: মোট অন্তত ৫০% নম্বর সহ যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। ব্যাংকিং, ফিনান্স, মার্কেটিং, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো-অপারেশন, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স ও অ্যাকাউন্টেন্সি— যে কোনও একটিতে স্নাতক হলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে কোনও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসাবে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।

অফিসার স্কেল-টু (স্পেশালিস্ট অফিসার) পদের ক্ষেত্রে: আইটি অফিসার: মোট ৫০% নম্বরসহ ইলেকট্রনিক্স বা কমিউনিকেশন বা কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফরমেশন টেকনোলজি- যে কোনও একটিতে স্নাতক বা সমতুল। এএসপি, পিএইচপি, জাভা, ভিবি, ভিসি, ওসিপি ইত্যাদি কম্পিউটার-সংক্রান্ত সার্টিফিকেট কোর্স করা থাকলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট: ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস অব ইন্ডিয়া থেকে সার্টিফায়েড অ্যাসোসিয়েট। সঙ্গে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।

ল অফিসার: মোট ৫০% নম্বর সহ আইনে স্নাতক বা সমতুল। সঙ্গে ওকালতি অথবা কোনও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আইনি পরামর্শদাতা হিসাবে ২ বছরের অভিজ্ঞতা।

মার্কেটিং অফিসার: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিংয়ের এমবিএ ডিগ্রি। সঙ্গে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।

ট্রেজারি ম্যানেজার: চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা ফিনান্সে স্পেশ্যালাইজেশন সহ এমবিএ। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।

এগ্রিকালচারাল অফিসার: মোট ৫০% নম্বর সহ এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ডেয়ারি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ফরেস্ট্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার-যে কোনও একটি বিষয়ে ব্যাচেলার্স ডিগ্রি বা সমতুল। সঙ্গে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।

অফিসার স্কেল-থ্রি (সিনিয়ার ম্যানেজার) পদের ক্ষেত্রে: মোট ৫০% নম্বর সহ যে কোনও বিষয়ে স্নাতক বা সমতুল। ব্যাঙ্কিং, ফিনান্স, মার্কেটিং, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো-অপারেশন, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকোনমিক্স ও অ্যাকাউন্টেন্সি- যে কোনও একটি বিষয়ে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে কোনও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসাবে ৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতা।

বয়স: ১-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। অফিসার স্কেল ওয়ান পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। অফিসার স্কেল-টু পদের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। অফিসার স্কেল-থ্রি পদের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর, ডিভোর্সি এবং আইনত বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলারা শুধুমাত্র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ৯ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

লিখিত পরীক্ষার নিয়মাবলী: প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অফিসার স্কেল-ওয়ান পদের ক্ষেত্রে দু'পর্যায়ে। অফিসার স্কেল-টু ও থ্রি-এর ক্ষেত্রে একটিই পরীক্ষা হবে। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং অফিসার স্কেল-ওয়ান পদের ক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে যথাক্রমে ১৭, ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর এবং ৯, ১০ ও ১৬ সেপ্টেম্বর। মেইন পরীক্ষা হবে অফিসার পদের ক্ষেত্রে ৫ নভেম্বর এবং অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১২ নভেম্বর।

প্রিলিমিনারি অনলাইন পরীক্ষায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) ও অফিসার স্কেল-ওয়ান পদের ক্ষেত্রে থাকবে ৪০ নম্বরের রিজনিং ও ৪০ নম্বরের নিউমেরিক্যাল এবিলিটি। সময় ৪৫ মিনিট।

মেইন পরীক্ষায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদের ক্ষেত্রে থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, ৪০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন। সময় দু'ঘণ্টা।

অফিসার স্কেল-ওয়ান পদের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড, ৪০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ বিষয়ের প্রশ্ন। সময় দু'ঘন্টা।

অফিসার স্কেল-টু (জেনারেল ব্যাংকিং অফিসার) পদের ক্ষেত্রে থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড অ্যান্ড ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ৪০ নম্বরের ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ বিষয়ের প্রশ্ন। সময় দু'ঘন্টা।

অফিসার স্কেল-টু (স্পেশালিষ্ট ক্যাডার) পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ৪০ নম্বরের রিজনিং, ৪০ নম্বরের কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড অ্যান্ড ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ৪০ নম্বরের ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস, ২০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ, ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ এবং ৪০ নম্বরের প্রোফেশনাল নলেজ বিষয়ের প্রশ্ন। সময় আড়াই ঘণ্টা।

অফিসার স্কেল-থ্রি পদের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড অ্যান্ড ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ৪০ নম্বরের ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ বিষয়ের প্রশ্ন। সময় ২ ঘণ্টা।

সব ক্ষেত্রেই প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েস ধরনের। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। একটি প্রশ্নের একাধিক উত্তর লিখলে তাও ভুল উত্তর হিসাবে ধরা হবে। পশ্চিমবঙ্গে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কেন্দ্র বৃহত্তর কলকাতা, শিলিগুড়ি, বহরমপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, হুগলি, হাওড়া ও কল্যাণী এবং মেন পরীক্ষার কেন্দ্র বৃহত্তর কলকাতা ও শিলিগুড়ি।

কোথায়, কীভাবে আবেদন করবেন তা বিস্তারিত দেওয়া হল প্রথম কলামে।

গ্রামীণ ব্যাংকে অনলাইন দরখাস্ত করবেন www.ibps.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। ১ আগস্ট পর্যন্ত অনলাইন আবেদন করা যাবে। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং অফিসার দুটি পদের জন্যই আলাদা দরখাস্ত পূরণ করে ও ফি দিয়ে আবেদন করতে পারবেন। তবে অফিসার পদে যে কোনও একটি স্কেলের জন্যই আবেদন করতে পারবেন। দরখাস্ত করার আগে নিজের পাসপোর্ট মাপের একটি সাম্প্রতিক রঙিন ফোটো স্ক্যান করে কম্পিউটারে রাখতে হবে।

এরপর অনলাইনে দরখাস্তের বয়ান পূরণ করে তা অনলাইনেই সাবমিট করতে হবে। দরখাস্ত গৃহীত হলে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখতে হবে। এরপর পূরণ করা দরখাস্তের একটি প্রিন্টআউট নিতে হবে। পরে প্রয়োজন হতে পারে।

ফি-বাবদ দিতে হবে ৬০০ টাকা। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা। অনলাইনে ফি জমা দিতে হবে। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখতে হবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২০ জুলাই ২০১৭

পড়াশোনা, কোর্স, ট্রেনিং

ইগনুর ব্যাচেলার ও মাস্টার ডিগ্রি, ডিপ্লোমা

জুলাই ২০১৭ সেশনে দূরশিক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাচেলার, মাস্টার ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্ত চাইছে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটির পূর্বাঞ্চলের সদর দফতর।

মাস্টার ডিগ্রি: মাস্টার অব সোশ্যাল ওয়ার্ক (এমএসডব্লু), এম এ (ইকনমিক্স/ইংলিশ/হিস্ট্রি/পলিটিক্যাল সায়েন্স/রুরাল ডেভেলপমেন্ট/ সোশিওলজি/এডুকেশন), মাস্টার অব কমার্স (এমকম), মাস্টার অব লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স (এমএল আইএস)

ব্যাচেলার ডিগ্রি: ব্যাচেলার অব সায়েন্স (ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স, লাইফ সায়েন্স), ব্যাচেলার অব আর্টস (হিন্দি, ইংরেজি, ইকোনমিক্স, হিস্ট্রি, ফিলোজফি, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পলিটিক্যাল সায়েন্স, সোশিওলজি, ট্যুরিজম স্টাডিজ), ব্যাচেলার অব কমার্স, ব্যাচেলার অব কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, ব্যাচেলার অব লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, ব্যাচেলার অব সোশ্যাল ওয়ার্ক, ব্যাচেলার প্রেপারেটরি প্রোগ্রাম।

পিজি ডিপ্লোমা: এডুকেশনাল টেকনোলজি, জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন, রুরাল ডেভেলপমেন্ট।

ডিপ্লোমা: ক্রিয়েটিভ রাইটিং ইন ইংলিশ, নিউট্রিশন অ্যান্ড হেলথ এডুকেশন, ট্যুরিজম স্টাডিজ।

যে-স্টাডি সেন্টারগুলিতে ভর্তি নেওয়া হবে সেগুলি হল: ১) সত্যেন্দ্র বিদ্যার্থী ভবন, সিউড়ি; ২) রামমোহন মিশন, স্টেশন রোড, বোলপুর; ৩) জিটিটি কলেজ, মালদা; ৪) আর ডি কে কলেজ, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ; ৫) নসিপুর হাই মাদ্রাসা, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ; ৬) ডোমকল কলেজ, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ; ৭) ডিএভি এডুকেশন সোসাইটি, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। রিজিওনাল সেন্টার ও স্টাডি সেন্টারগুলি থেকে ফর্ম ও প্রোসপেক্টাস পাওয়া যাবে। সঠিকভাবে পূরণ করা ফর্ম ডিমান্ড ড্রাফট সহ জমা করতে হবে। আরও বিস্তারিত বিবরণ ওপরের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আবেদনপত্র জমা করার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই।

নটিক্যাল সায়েন্সে বিএসসি

নটিক্যাল সায়েন্সে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি-এর বিএসসি কোর্সে ভরতির জন্য দরখাস্ত চাইছে হলদিয়া ইনস্টিটিউট অব মেরিটাইম স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ। কোর্সটি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটির অধীনে পড়ানো হবে। কোর্সের সময়সীমা ৩ বছর।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর সহ ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথমেটিক্স নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি থাকতে হবে এবং ইংরেজিতে ৫০% নম্বর থাকা দরকার।

বয়স: ১-১০-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২৫ বছর। তফসিলি প্রার্থীরা নম্বরের ক্ষেত্রে ছাড় পাবেন। প্রার্থীদের শারীরিকভাবে সুস্থ সবল হতে হবে। দৃষ্টিশক্তি থাকতে হবে ৬/৬। সমস্ত ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখুন www.himsar.net এই ওয়েবসাইট।

জৈব বাগিচা তৈরির প্রশিক্ষণ

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার বাড়িতে জৈব পদ্ধতিতে শাক-সবজির বাগান তৈরির প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা নেই। ১ মাসের প্রশিক্ষণ। সপ্তাহে ৫ দিন ৩ ঘণ্টা করে ক্লাস। প্রশিক্ষিতরা প্রথমবারের জন্য বিনামূল্যে জৈব শাক-সবজি পাবেন সংস্থা থেকে।

পরে বীজ, জৈব সার, কীটনাশক ইত্যাদি ন্যায্যমূল্যে কেনা যাবে। ক্লাসে ভালো উপস্থিতি, কাজ শেখার আগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের পর উদ্যোগের ভিত্তিতে কিছু প্রশিক্ষিত প্রার্থীকে বাগান তৈরির সরঞ্জাম দেওয়া হয়। এছাড়াও কাজের ব্যাপারে সহায়তা করা হয়।

কোর্স ফি ৫০০ টাকা। যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়: ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০০৪২।

প্রতি সপ্তাহে চারপাতা জুড়ে অসংখ্য চাকরির খোঁজখবর 'টার্গেট অ্যাট কেরিয়ার'-এর পাতায়

সেনাবাহিনীতে কয়েকশো নিয়োগ

র‍্যালির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ৮ জেলা থেকে প্রচুর সোলজার নিয়োগ করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। জেলাগুলি হল: জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, মালদহ, আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পং। শিলিগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর আর্মি গ্রাউন্ডে র‍্যালি শুরু হবে ১৮ আগস্ট। শুধু ছেলেরা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রার্থী বাছাই করবে শিলিগুড়ি আর্মি রিক্রুটিং অফিস।

র‍্যালিতে অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীকে আগে অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করার পর অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.joinindianarmy.nic.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তে ই-মেল আইডি উল্লেখ করতে হবে। ই-মেল আইডি না থাকলে আউডি খুলে নিয়ে রেজিস্ট্রেশন ও দরখাস্ত করতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২ আগস্ট পর্যন্ত।

নিয়োগ হবে এইসব ক্যাটেগরিতে: সোলজার জেনারেল ডিউটি, সোলজার টেকনিক্যাল, সোলজার টেকনিক্যাল (এভিয়েশন/এমুনিশন), সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, সোলজার ক্লার্ক ও স্টোরকিপার এবং সোলজার ট্রেডসম্যান।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সোলজার টেকনিক্যাল: ইংরেজি, অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক। মোট ৫০% নম্বর থাকতে হবে। প্রতি বিষয়ে ৪০% করে নম্বর থাকতে হবে।

সোলজার টেকনিক্যাল (এভিয়েশন/এমুনিশন): অঙ্ক, ইংরেজি, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক। মোট ৫০% ও প্রতি বিষয়ে ৪০% করে নম্বর থাকতে হবে। অথবা মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল বা অটোমোবাইলস বা ইলেকট্রনিক্স ও ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা কম্পিউটার সায়েন্সে ৩ বছরের ডিপ্লোমা।

সোলজার জেনারেল ডিউটি: মোট ৪৫% নম্বর সহ মাধ্যমিক। প্রতি বিষয়ে অন্তত ৩৩% করে নম্বর থাকতে হবে। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্নদের মাধ্যমিকে এই নম্বর না থাকলেও চলবে।

সোলজার ট্রেডসম্যান: মাধ্যমিক। সোলজার ট্রেডসম্যান (হাউসকিপার/ মেসকিপার) পদের ক্ষেত্রে ক্লাস এইট পাস।

সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার (টেকনিক্যাল): উচ্চমাধ্যমিক। মোট ৬০% নম্বর এবং প্রতি বিষয়ে অন্তত ৫০% করে নম্বর থাকতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক বা মাধ্যমিকে ইংরেজি এবং অঙ্ক অথবা অ্যাকাউন্টেন্সি অথবা বুককিপিং পড়ে থাকতে হবে এবং সেই দুই বিষয়ের প্রতিটিতে ৫০% করে নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও ইংরেজি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক। মোট ৫০% এবং প্রতি বিষয়ে অন্তত ৪০% নম্বর থাকতে হবে। ইংরেজি এবং বটানি বা জুলজি বা জীববিজ্ঞান নিয়ে বিএসসি পাস প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকে ৫০% নম্বর না থাকলেও চলবে।

বয়স: সোলজার জিডি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছর, অন্য সব কটি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে সাড়ে ১৭ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে হতে হবে।

দৈহিক মাপজোক: সোলজার ক্লার্ক/ স্টোরকিপার ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬২ সেমি এবং অন্য সব পদের ক্ষেত্রে ১৬৯ সেমি। সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার ছাড়া অন্য সব ক্যাটেগরির তফসিলি উপজাতি ও আদিবাসী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা অন্তত ১৬২ সেমি হতে হবে। বুকের ছাতি সব কটি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রেই না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে সেমি। যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি। ওজন সব প্রার্থীদের ক্ষেত্রেই অন্তত ৫০ কেজি। সব পদের ক্ষেত্রেই তফসিলি উপজাতি প্রার্থী ও আদিবাসীরা ওজনে ২ কেজি ছাড় পাবে। রাজ্য ও জাতীয় স্তরের খেলোয়াড়রা উচ্চতা, বুকের ছাতির মাপ এবং ওজনে যথাক্রমে ২ সেমি, ৩ সেমি ও ৫ কেজি এবং প্রাক্তন সমরকর্মী ও যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের ছেলেরা ওই তিন ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২ সেমি, ১ সেমি ও ২ কেজি ছাড় পাবেন।

দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের প্রার্থীদের উচ্চতা হতে হবে— সোলজার জেনারেল ডিউটি ও ট্রেডসম্যানের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি, সোলজার টেকনিক্যাল ও নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১৫৭ সেমি, ক্লার্ক/স্টোরকিপার পদের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি।

প্রার্থী বাছাই হবে দৈহিক মাপজোখ যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, মেডিকেল টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে— সর্বোচ্চ ৬ মিনিট ২০ সেকেন্ডে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়। জিগজ্যাগ ব্যালেন্স, ১০টি পুলআপ ও ৯ ফুট লংজাম্প। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল হলে মেডিকেল টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষা।

ক্যাটেগরি তথা পদ ও জেলা অনুসারে র‍্যালির নির্দিষ্ট তারিখ অ্যাডমিট কার্ডে জানিয়ে দেওয়া হবে। র‍্যালির ১০-১৫ দিন আগে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে সেটির প্রিন্টআউট করে নেবেন। অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.joinindianarmy.nic.in

অ্যাডমিট কার্ডের প্রিন্টআউট সঙ্গে নিয়ে র‍্যালিতে যেতে হবে। অ্যাডমিট কার্ড ছাড়া র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করা যাবে না।

আবেদন করার জন্য প্রথমে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করবেন। রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ন হলে ই-মেল আইডি বা মোবাইল ফোনে পাসওয়ার্ড পাবেন। আগেই রেজিস্ট্রেশন করে থাকলে নতুন করে আর রেজিস্ট্রেশনের দরকার হবে না। পুরনো ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। ২ আগস্টের মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে।

র‍্যালিতে সঙ্গে নিয়ে যাবেন:

১) মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েশন ও অন্যান্য কোনও যোগ্যতা থাকলে তার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট ও বোর্ড সার্টিফিকেট।

২) ক্লাস এইট পাস কিংবা মাধ্যমিকে অকৃতকার্য হলে বা মাধ্যমিক পাস হলে ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অব স্কুল ও ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসারের কাউন্টার সাইন করা স্কুল লিভিং বা স্কুল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট।

৩) গ্রামপ্রধান বা চেয়ারম্যানের দেওয়া গোল স্ট্যাম্প (ডেজিগনেশন) মারা লেটার হেডে ৬ মাসের পুরনো ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট (ফোটো সহ)। এই সার্টিফিকেটে ২১ বছরের কম বয়সের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে 'অবিবাহিত' কথাটি লেখা থাকতে হবে।

৪) নন-বেঙ্গলি প্রার্থীরা জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক বা এসডিও-র দেওয়া বাসিন্দা/নেটিভেটি সার্টিফিকেট।

৫) জেলা শাসক/অতিরিক্ত জেলা শাসক, এসডিএম, এসডিও-এর দেওয়া ১ বছরের পুরনো স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট।

৬) তফসিলি উপজাতিরা জেলাশাসক /অতিরিক্ত জেলা শাসক, এসডিএম, এসডিও-র দেওয়া কাস্ট সার্টিফিকেট দেবেন।

৭) তিন মাসের মধ্যে তোলা ও প্রত্যয়িত ছাড়া ২০ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো ও তার নেগেটিভ (ফোটোর ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা হতে হবে)। কম্পিউটার ফোটো বা ডিজিটাল ফোটো হলে বাতিল হবে।

৮) এনসিসি এর 'এ', 'বি' বা 'সি' সার্টিফিকেট।

৯) রাজ্য বা জাতীয় পর্যায়ে খেলাধুলোয় প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর সার্টিফিকেট।

১০) সেনাবাহিনীতে কর্মরত বা প্রাক্তন সমরকর্মীদের আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদির দেওয়া রিলেশনস সার্টিফিকেট ও ডিসচার্জ সার্টিফিকেট। রিলেশনশিপ সার্টিফিকেটে স্বাক্ষরকারীর আর্মি নম্বর, র‍্যাংক ও নামের উল্লেখ থাকতে হবে।

১১) অ্যাডমিট কার্ড।

১২) ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, প্যান কার্ড এবং আধার কার্ড। প্যান বা আধার কার্ড না থাকলে এর কোনও একটির জন্য আবেদনের রিসিপ্ট।

১৩) নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে নোটারি কর্তৃক স্বাক্ষরিত নির্দিষ্ট বয়ানে এফিডেভিট।

১৪) সমস্ত মূল সার্টিফিকেট ও সেগুলির অন্তত তিনটি করে স্বপ্রত্যয়িত নকল সঙ্গে রাখতে হবে।

র‍্যালিকেন্দ্রের ঠিকানা: বৈকুণ্ঠপুর আর্মি গ্রাউন্ড (সেবক মিলিটারি স্টেশন) বিএসএফ এসটিসি ক্যাম্পের বিপরীতে, শালুগাড়া, শিলিগুড়ি।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২০ জুলাই ২০১৭

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

গতানুগতিক জীবনের বাইরে অন্য কেরিয়ারও বাছতে পারেন

যুগ পাল্টাচ্ছে সেইসঙ্গে পাল্টাচ্ছি আমরাও। একটা সময় ছিল যখন আমাদের মনে হতো সরকারি চাকরিটাই আমাদের জন্য বেস্ট। তখন আমাদের শুধু সিকিউরিটির দিকেই প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেইমতো আমরা চাকরির দিকে ঝুঁকতাম। তবে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে জীবনটাকে আমরা একটু অন্যভাবে ভাবতে শুরু করেছি। কেরিয়ার কাউন্সিলারদের মতে, নিজেদের পছন্দের কেরিয়ার খুঁজে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ অনেকেই আছেন যাঁরা নিজের জীবনটাকে একটু অন্যভাবে কাটাতে পছন্দ করেন। তাঁদের কাছে চাকরি বা নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছনো মানে শুধু কেরিয়ার গড়া নয়, আরও অন্য কিছু। আপনিও যদি সেই দলের পথিক হন তাহলে আগে থেকেই ভাবুন নিজের কেরিয়ারের পথ। দরকার হলে পরিবারের লোকের সঙ্গেও এই বিষয়ে কথা বলে ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ান। পরিবারের কাছ থেকে মতামত পাওয়ার পর নিজের ইচ্ছেটিকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ কাজটি আপনাকেই করতে হবে। আর নিজের পছন্দ করা কেরিয়ারটিকে তখনই প্রাধান্য দিতে পারবেন যখন আপনার এই ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস থাকবে।

তবে শুধু ইচ্ছে নয়, নিজের ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হবে। কোন ধরনের পেশায় গেলে মন ভরার সঙ্গে সঙ্গে পকেটে টাকাও আসবে সেই কথাটাও একটু ভাবা দরকার।

সোশ্যাল কাউন্সিলার

এই ধরনের পেশায় আসতে হলে সামাজিক জ্ঞান থাকা খুবই জরুরি। সেই সঙ্গে জনস্বাস্থ্য, জনসচেতনতা, সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা খুব জরুরি। সেইসঙ্গে আপনার মধ্যে নিজস্বতা হিসাবে জনমানসে সকল শ্রেণির মানুষের সঙ্গে মেশার ক্ষমতা থাকা দরকার। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি যে অনুষ্ঠানগুলি হয় তাতেও আপনাকে অবশ্যই যোগদান করতে হবে। এই পেশায় এলে মাস গেলে বেতন হতে পারে ২০ হাজারের ওপরে।

ইভেন্ট প্ল্যানার

মানুষের চাহিদা বুঝে সেইভাবে এই কাজে এগোতে হবে। ইভেন্ট প্ল্যানার হচ্ছে যারা সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে যেকোনও ধরনের বড় বড় অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে ভালোভাবে কথা বলার পাশাপাশি মাতৃভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষায় সাবলীল কথা বলার দক্ষতা থাকাও দরকার। কাজের ইচ্ছেটাও খুব প্রয়োজন। সেই সঙ্গে দরকার দায়িত্ববোধ। মানুষের মধ্যে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করা দরকার। সেই সঙ্গে বড় বড় অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য বাইরের মানুষের সঙ্গে পরিচয় বাড়ানোটাও খুব প্রয়োজন। এই ধরনের পেশায় মাস গেলে রোজগার মন্দ নয়। অন্তত মাসে ৩০ হাজার বা তার থেকে বেশিও রোজগার হতে পারে। পরে কাজের পরিধি অনুযায়ী টাকার অঙ্কটা আস্তে আস্তে বাড়বে।

আর্ট কিউরেটর

এই কাজটি খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এদের কাজ মূলত মিউজিয়ামের জিনিসপত্র দেখভাল থেকে রক্ষণাবেক্ষণের করা। সেই অবস্থার রিপোর্ট তৈরি করার পাশাপাশি মিউজিয়মের জন্য আর কী কী জিনিস আনলে ভালো হয় সেই বিষয়টিও বোঝা উচিত। খরচের হিসাবটাও এদের তৈরি করতে হয়। এই সমস্ত বিষয় রিপোর্ট তৈরি করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। সেই সঙ্গে এই কাজের প্রতি আগ্রহ এবং ভালোবাসা থাকাটা দরকার। তবে পৃথিবী জুড়ে ঘুরে বেড়ানোর মানসিকতা থাকতে হবে। সেইসঙ্গে শিল্পকলা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণাও থাকতে হবে। মাস শেষে বেতনও খারাপ নয়। ৩০ হাজার বা তার বেশিও হতে পারে।

কাজে মনোযোগ বাড়াতে মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন

প্রথম পাতার পর

সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বিরতি খুব কাজে দেয়। কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধারালো মনোযোগসম্পন্ন লোকও ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। এটি আসলেই শক্তি ক্ষয়কারী। সুতরাং অন্তত প্রতি ৩০ মিনিট পর পরই সামান্য বিরতি নিন। এতে আপনার মন অবসাদে আক্রান্ত হওয়া থেকে রেহাই পাবে। এই বিরতি হতে পারে ৫ মিনিটের জন্য। বাইরে খোলা বাতাসে হাঁটাহাঁটি এবং কিছু রোদের তাপ গ্রহণ করা কিংবা অফিসটায় একপাক ঘুরে এলেন। একটু কফি খেয়ে এলেন অথবা নিজের হেডফোন বের করে একটু গান শুনে নিলেন। এতে একঘেয়েমি কাটবে ও মনোযোগ বাড়বে। ফলে আপনি আবার নতুন করে গভীরভাবে কাজে মনোযোগ দিতে পারবেন।

এতে দিনশেষে যদি কোনও কাজ পুরোপুরি নাও সম্পন্ন হয়, তারপরও আপনার অনুভূতি হবে যে দিনটি যথেষ্ট উৎপাদনশীলই ছিল। দিনের শুরুতেই সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজটি দিয়ে অফিস শুরু করার পেছনে মস্তিষ্কঘটিত কোনও কারণ নেই। বরং সকালবেলাতেই শক্তির মাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে। আর লাঞ্চের আগে পর্যন্ত তা অটুট থাকে। সুতরাং কঠিন কাজটি সকালবেলাতেই সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিন।

উচ্চ ও নিম্ন মনোযোগের দরকার হয়, এমন কাজগুলো পালটাপালটি করে করলে আপনার মস্তিষ্ক ভারী মনোযোগের ফলে যে ক্লান্তি সৃষ্টি হয় তা থেকে বিশ্রামের সুযোগ পাবে। প্রথমে একটি কঠিন কাজ ২-৩ ঘণ্টা ধরে করার পর ৩০ মিনিটে শেষ করা সম্ভব, এমন একটি সহজ কাজ করুন। এরপর আবার কঠিন কাজটি করুন।

একসঙ্গে দুই নৌকায় পা দিলে যেমন কর্মসিদ্ধি হয় না, তেমনি একসঙ্গে বহু কাজে মনকে নিবিষ্ট রাখতে চাইলে তা এলোমেলো হবেই। তাই একসঙ্গে অনেকগুলি কাজে মন না দিয়ে গুরুত্ব বুঝে একটির পর একটি কাজ করুন।

কাজের সময় খাপছাড়া চিন্তাভাবনাকে একেবারেই পাত্তা দেওয়া যাবে না। যখন অযাচিত চিন্তা মাথায় ভিড় করবে, তাকে গুরুত্ব না দিয়ে মনকে কাজে কেন্দ্রীভূত করুন। সময় ও গুরুত্বভেদে কাজ ভাগ করে নিন। এতে আপনার শ্রম ও সময় বাঁচবে, বিক্ষিপ্ত অবস্থা কাটিয়ে মনোযোগ বাড়বে নির্দিষ্ট কাজে। আপনি মনোযোগ দিতে অসমর্থ, এ-কথা ভুলেও মনে আনবেন না।

নিজের মধ্যে ডিটারমিনেশন আনা অত্যন্ত জরুরি। তাই আগে নিজস্ব লক্ষ্য স্থির করুন। কতটুকু সময়ের মধ্যে কাজটা শেষ করতে হবে এই বিষয়ে নিজের মধ্যে জেদ না আনলে চলবে না। সুতরাং আগে একটা টাইম ফ্রেম সেট করে নিন।

অনেকে খুব সকালবেলাতেই বেশি উৎপাদনশীল ও মানসিকভাবে ধারালো থাকেন। নিজের বেলায়ও দিনের সে সময়টি খুঁজে বের করুন, যখন আপনি সবচেয়ে বেশি মনোযোগী হতে পারেন। আর সে সময়টুকুতেই মানসিকভাবে কঠোর পরিশ্রম করার দরকার হয়, এমন কাজগুলো সম্পন্ন করুন।

রুটিনমাফিক কাজ করলে একটা অভ্যাস তৈরি হবে, ফলে মানসিক স্থিতি আসবে। বাড়বে মনোযোগ। নিজের কোনও কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করলে নিজেই নিজেকে পুরস্কার দিন।

পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না খাওয়ার কারণে সহজেই দেহমনে ক্লান্তি এসে যায় এবং কাজের গতি কমে আসে। যথাযথ তরল ছাড়া মস্তিষ্কও মাথা ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। সুতরাং কাজে মনোযোগ ধরে রাখার জন্য দিনের বেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করুন।

এই জনপ্রিয় চায়ে সামান্য পরিমাণ ক্যাফেইন রয়েছে। এছাড়া আছে থিয়ানিন নামের উপাদান। এটি মানুষের মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক।

মনোযোগের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরও বৃদ্ধি করতে পারে মেডিটেশন। প্রতিদিন মেডিটেশন করলে মস্তিষ্কের পেশি ক্রিয়াশীল থাকে। ভোরে ও রাতে ঘুমোনোর আগে ১০ মিনিট মেডিটেশন করলে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়ে।

অবসাদ আপনার মনোযোগ কেড়ে নেয়। তাই প্রতিদিন রাতে অন্তত ৭ ঘণ্টা গভীর ঘুমের পরামর্শ দেন বিজ্ঞানীরা। স্বাস্থ্যকর ঘুমে দারুণ মনোযোগী হয়ে উঠবেন আপনি।

কেরিয়ার ইনফো

● স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের 'মাল্টি টাস্কিং (নন-টেকনিক্যাল) স্টাফ' ল গ্রুপ 'সি' পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করা হয়ে থাকে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। দুটি পেপারে পরীক্ষা হয়। প্রথম পেপারে ২৫ নম্বরের জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ও রিজনিং, ২৫ নম্বরের নিউমেরিক্যাল অ্যাপটিটিউড, ৫০ নম্বরের জেনারেল ইংলিশ এবং ৫০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস বিষয়ক অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন থাকে। অর্থাৎ মোট ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় ২ ঘণ্টা। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য এক-চতুর্থাংশ করে নম্বর কাটা যাবে। প্রথম পেপারের পরীক্ষায় সফল হলে দ্বিতীয় পেপারে পরীক্ষার জন্য ডাক পাওয়া যাবে। এই পেপারে ইংরেজি বা মাতৃভাষায় (পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার ক্ষেত্রে বাংলা) রচনা, চিঠি লেখা ইত্যাদি থাকবে। ৫০ নম্বরের পরীক্ষা। তবে এই পেপারে প্রাপ্ত নম্বর মেধাতালিকা তৈরির ক্ষেত্রে ধরা হবে না। বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন এই ওয়েবসাইট: http://ssc.nic.in

● ইউপিএসসি আয়োজিত 'সিভিল সার্ভিসেস (মেইন) এগজামিনেশন, ২০১৭' হবে ২৮ অক্টোবর (শনিবার)। মেইন লিখিত পরীক্ষায় প্রথমে পেপার 'এ' এবং পেপার 'বি'-এর পরীক্ষা হবে। ৩০০ নম্বরের পেপার 'এ'-র জন্য ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী যে কোনও একটি ভাষা নিতে হবে। পেপার 'বি'-তে থাকবে ৩০০ নম্বরের ইংরেজি ভাষা। এছাড়া থাকবে আরও ৭টি পেপার। ডেসক্রিপটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। প্রত্যেক পেপারে সময়সীমা ৩ ঘণ্টা। পেপার ১-এ থাকবে ২৫০ নম্বরের এসে রাইটিং। পেপার-২, ৩, ৪ ও ৫ –এ থাকবে জেনারেল স্টাডিজ (প্রতি পেপার ২৫০ নম্বর)। পেপার টুতে থাকবে ইন্ডিয়ান কালচার, হিস্ট্রি অ্যান্ড জিওগ্রাফি অব দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড সোসাইটি, পেপার থ্রি-তে থাকবে গর্ভন্যান্স, কনস্টিটিউশন, সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, পেপার ফোরে থাকবে টেকনোলজি, ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট, বায়ো-ডাইভার্সিটি, এনভায়রনমেন্ট, সিকিউরিটি অ্যান্ড অ্যাপটিটিউড। পেপারে ৬ ও ৭ : দুটি ঐচ্ছিক (অপশনাল) বিষয় (প্রতি পেপারে ২৫০ নম্বর)। অপশনাল বিষয়ের তালিকা এই ওয়েবসাইটে : www.upsc.gov.in

মনে রাখবেন, পেপারে ওয়ানের সেকশন টু ছাড়া অন্য সব বিষয়ের পরীক্ষা বাংলাতেও দেওয়া যাবে, যদি স্নাতক পড়াশোনার মাধ্যম বাংলা হয়। মেন পরীক্ষায় সফল হলে ২৭৫ নম্বরের ইন্টারভিউ হবে।

● 'জেনপহ-টু' পরীক্ষায় বসার জন্য ব্যাচেলর অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি কোর্সের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি এবং ইংরেজিসহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। তবে মনে রাখবেন প্রার্থীকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে অথবা প্রার্থীর অভিভাবককে রাজ্যের স্থায়ী বসবাসকারী হতে হবে। পরীক্ষা নেওয়া হবে দুটি পত্রে— ফিজিক্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রি (১০০ নম্বর) এবং বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস (১০০ নম্বর)। প্রশ্ন হবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের। অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। প্রশ্নের মান ২ নম্বর। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। পরীক্ষা হবে ১৩ আগস্ট (রবিবার)। প্রথম পত্রের পরীক্ষা সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। ওয়েবসাইট: www.wbjeeb.in

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

● লিচু রপ্তানিতে আগ্রহী। কোথায় কীভাবে রপ্তানি করা সম্ভব সেই বিষয়ে জানতে চাই। কোথাও যোগাযোগ করব? *(কালীপদ পাল, ব্যাণ্ডেল)*

আপনি এগ্রিকালচার অ্যান্ড প্রোসেসড ফুড প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের (অ্যাপেডা) সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রসঙ্গত, পশ্চিম এশিয়ার কিছু দেশ যেমন— দুবাই, কুয়েত, কাতার, বাহরিনের মতো পশ্চিমবঙ্গ থেকে লিচু আমদানির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এই সংক্রান্ত খবরও পাবেন অ্যাপেডা থেকে। সংস্থার কলকাতা অফিসের ঠিকানা: ময়ূখ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-১৯। ফোন: ২৩৩৭-৮৩৬৩।

● ২০১৭-র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার সূচি কীভাবে জানা যেতে পারে? *(সৌমেন্দু পাল, ডায়মন্ডহারবার)*

এমএসএমই- ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (কলকাতা)-র ওয়েবসাইটে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলার সূচি সম্পর্কে জানতে পারবেন। ওয়েবসাইট: www.msmedi.kolkata.gov.in

ঠিকানা: ১১১ ও ১১২, বি টি রোড, কলকাতা-১০৮। ফোন: ২৫৭৭-০৫৯৫/০৫৯৭।

যোগাযোগ করতে পারেন ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্ট প্রোমোশন সোসাইটিতেও, ২, চার্চ লেন, বি বা দি বাগ, রুম নম্বর- ৪০১, পঞ্চম তল, কলকাতা-১। ফোন- ২২৪৩-৯১৮৮/৯১৮৭। ওয়েবসাইট: www.wbseps.com

● চামড়ার ব্যাগ তৈরির ব্যবসায় আগ্রহী। প্রশিক্ষণ নিতে চাই। উচ্চ মাধ্যমিক পাস। বয়স ২০ বছর। কোথায় প্রশিক্ষণ নিতে পারব জানালে ভালো হয়। *(বাপী হালদার, ব্যারাকপুর)*

খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের প্রতিষ্ঠান মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ট্রেনিং সেন্টার চামড়ার বিভিন্ন শৌখিন সামগ্রীর তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়। তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানা: মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ট্রেনিং সেন্টার, কে ভি আই সি, চাঁদমারী, পোঃ গয়েশপুর, কল্যাণী, নদিয়া-৭৪১২৩৪। ফোন: ২৫৮৯০০২৮।

যুগশঙ্খ SUPPLI team
টার্গেট @ কেরিয়ার
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর),
তন্ময় মণ্ডল (সাব-এডিটর),
বিপাশা চক্রবর্তী, সালমা আহমেদ